EXPLANATORY

# EASY BENGALI GRAMMAR

**FOR BEGINNERS**

*Twenty-eighth Edition*

**(REVISED AND ENLARGED)**

BY

KRISHNA KISHORE BANERJEE

ব্যাখ্যা সহিত

# সরল ব্যাকরণ।

বালকদিগের প্রথম শিক্ষার্থ

৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

অষ্টবিংশ সংস্করণ।

---
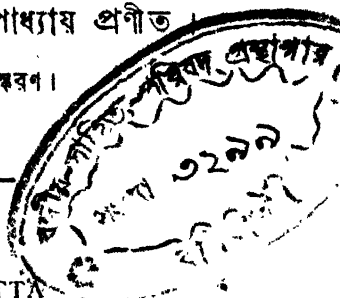
CALCUTTA

PRINTED AND PUBLISHED BY U. N. BHATTACHARYYA

HARE PRESS

46, BECHU CHATTERJEE STREET.

1911

# বিজ্ঞাপন।

বালকগণের প্রথম শিক্ষার্থে অনেক ক্ষুদ্র ব্যাকরণ প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু বৃহৎ ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিলে সেই সকল ব্যাকরণের আকার কেবল ক্ষুদ্র বোধ হয়, ভাষাগত তারতম্য প্রায়ই লক্ষিত হয় না। আর সেই সকল পুস্তকে কোমলমতি শিশুদিগের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে তাদৃশ কোন সদুপায়ও প্রদর্শিত হয় নাই। যদিও অনেকানেক সুবিজ্ঞ শিক্ষক বাচনিক উপদেশ দ্বারা বালকদিগকে সুশিক্ষা দান করিতে পারেন বটে, তথাপি যে পুস্তক পাঠ করিলে বালকেরা উপদেশসাপেক্ষ না হইয়াও সহজে সেই সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে; তাদৃশ পুস্তক প্রচার করা নিতান্ত আবশ্যক। আর সকল শিক্ষকই যে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে সমর্থ তাহাও নহে, এই বিবেচনায় আমি এই ক্ষুদ্র ব্যাকরণখানি ব্যাখ্যার সহিত প্রচার করিলাম। ইহাতে যদি বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

বাঙ্গালা ভাষা যে রীতিক্রমে চলিতেছে, এই ক্ষুদ্র ব্যাকরণও সেই রীতি অনুসারে লিখিত হইল। এই ব্যাকরণের বর্ণ প্রকরণটী অন্ততঃ এক পক্ষকাল আলোচনা করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে, ব্যাকরণ শিক্ষার সবিশেষ ফল লাভ হইবে এবং সন্ধিসূত্র সকলও অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এক্ষণে কৃতবিদ্য পণ্ডিত মহাশয়দিগের নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, যদি ইহাতে কোন দোষ

লক্ষিত হয়, তাহা আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। ইহা বলা বাহুল্য যে, শিক্ষক মহাশয়গণ এই ব্যাকরণের সকল অংশই বালকদিগকে অভ্যাস করিতে বলিবেন না; স্থূল অক্ষরে লিখিত সূত্রগুলি এবং সূক্ষ্মাক্ষরে লিখিত প্রয়োজনীয় অংশগুলিমাত্র অভ্যাস করিতে বলিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

## অষ্টবিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে কয়েকটি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইল। ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকদিগের সুবিধার নিমিত্ত বিশেষ্য বিশেষণাদির ইংরাজী সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল। ইংরাজী ব্যাকরণ পাঠ করিবার সময় উহা প্রয়োজনে আসিবে।

কলিকাতা, মার্চ্চ ১৯১১। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# সূচীপত্র।

# সরল ব্যাকরণ।

১। বাঙ্গালাদেশের জাতীয় ভাষার নাম বাঙ্গালা ভাষা।

২। যে পুস্তক পাঠ করিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে ও কহিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

এই ব্যাকরণে চারিটী বিভাগ আছে। যথা, বর্ণবোধ, প্রকৃতিবোধ, পদবোধ ও বাক্যবোধ।

## বর্ণবোধ।

৩। যে অংশ পাঠ করিলে বর্ণ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে তাহার নাম বর্ণবোধ।

৪। অ, আ, ক্, খ্ ইত্যাদি এক একটীকে বর্ণ কহে। বর্ণ দুই প্রকার,—স্বর ও ব্যঞ্জন।

## স্বর।

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ; এই তেরটী স্বরবর্ণ (vowels) এই সকল বর্ণ উচ্চারণ করিতে অন্য কোন বর্ণের সাহায্য আবশ্যক করে না। অতএব—

৫। অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে যে সকল বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহাদিকে স্বরবর্ণ কহে।

স্বরবর্ণ দ্বিবিধ—হ্রস্ব ও দীর্ঘ।

স্বরবর্ণের মধ্যে অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই পাঁচটী স্বর উচ্চারণ করিতে অল্প সময় লাগে, এবং আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ এই আটটীর উচ্চারণে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। অতএব,

৬। স্বরবর্ণ সকলের মধ্যে যাহার উচ্চারণে অল্প সময় লাগে তাহাকে হ্রস্বস্বর কহে।

৭। স্বরবর্ণ সকলের মধ্যে যাহার উচ্চারণে অধিক সময় লাগে তাহাকে দীর্ঘস্বর কহে।

## ব্যঞ্জনবর্ণ।

ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ং, ঃ। এই পঁয়ত্রিশটী বর্ণের প্রত্যেকটীকে ব্যঞ্জন বর্ণ (consonants) কহে। বাঙ্গালা ভাষায় সমুদায়ে আটচল্লিশটী বর্ণ আছে। ড়, ঢ়, য় এই তিনটী পৃথক্ বর্ণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ব্যঞ্জনবর্ণে অকারযুক্ত করিয়া পড়িতে হয়, পূর্ব্বে কিংবা পরে স্বর বর্ণ না থাকিলে সুস্পষ্টরূপে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় না অতএব,

৮। যে বর্ণ স্বরের আশ্রয় না পাইলে উচ্চারিত হয় না, তাহার নাম ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণকে স্পর্শ বলে। স্পর্শবর্ণ সকল পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা,—ক খ গ ঘ ঙ কবর্গ; চ ছ জ

ঝ ঞ চবর্গ; ট ঠ ড ঢ ণ টবর্গ; ত থ দ ধ ন তবর্গ; প ফ ব ভ ম পবর্গ।

( ঁ ) এই চিহ্নের নাম চন্দ্রবিন্দু। যে সকল বর্ণ নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয় তাহাতে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত থাকে।

উচ্চারণ স্থান ভেদে বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—

অ আ হ এই তিন বর্ণের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ্য এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে।

ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচ বর্ণের উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল, এই নিমিত্ত ইহা-দিগকে জিহ্বামূলীয় বর্ণ কহে।

ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ ইহাদের উচ্চারণ স্থান তালু, এই নিমিত্ত ইহা-দিগকে তালব্য বর্ণ কহে।

ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা, অর্থাৎ মস্তক; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ কহে।

ঌ ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের উচ্চারণ স্থান দন্ত বলিয়া ইহাদের নাম দন্ত্য বর্ণ।

উ ঊ প ফ ব ভ ম ইহাদের উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

ং অনুস্বার নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে অনুনাসিক কহে।

ঃ বিসর্গের উচ্চারণের পৃথক্ স্থান নাই, উহা যখন যে স্বরের আশ্রয়ে থাকে সেই স্বরের উচ্চারণ স্থান, বিসর্গেরও উচ্চারণ স্থান, এই নিমিত্ত উহার নাম আশ্রয়স্থান ভাগী। *

---

* ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচটী বর্ণ যেমন যথাক্রমে জিহ্বামূল, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, সেইরূপ নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদের আর একটি নাম অনুনাসিক।

## বর্ণের বিশেষ বিবরণ।

৯। ব্যঞ্জন বর্ণের পরে স্বরবর্ণ না থাকিলে উহার নিম্নে ( ্ ) এইরূপ একটী চিহ্ন দিতে হয়। ঐ চিহ্নের নাম হসন্ত চিহ্ন যথা,—ক ক্ এই দুইটী "ক" দেখিলেই মনে করিতে হইবে, পূর্ব্বেরটী অকার যুক্ত এবং পরেরটী একমাত্র ব্যঞ্জন বর্ণ।

১০। অ এবং ঌ ভিন্ন স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইলে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। যথা,—আ= া, ই= ি, ঈ= ী, উ= ু, ঊ= ূ, ঋ= ৃ, ৠ= ৄ, এ= ে, ঐ = ৈ, ও= ো, ঔ= ৌ।

অকার ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে অকারের কোন চিহ্ন থাকে না, কেবল অকার যুক্ত হইবার পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে যে হসন্ত চিহ্ন থাকে তাহাই উঠিয়া যায়। যথা—ক্+অ=ক। ঌ ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইলে যেমন তেমনই থাকে। যথা—ক্+ঌ=কৢ।

এক একটী পদে এক বা ততোধিক বর্ণ থাকে, সেই সকল বর্ণের মধ্যে কোন্‌টী পূর্ব্বে ও কোনটী পরে আছে তাহা জানিতে হইলে নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নের সহিত বর্ণগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে জানিতে পারা যাইবে।

* ঘট=ঘ্+অ+ট্+অ। দাস=দ্+আ+স্+অ। কানন =ক্+আ+ন্+অ+ন্+অ। কৃষাণ =ক্+ঋ+ষ+আ+ণ্+অ। জানকী=জ্+আ+ন্+অ+ক্+ঈ। মধুসূদন=ম্+অ+ধ্+উ+স্+ঊ+দ্+অ+ন্+অ।

---

* = এই চিহ্নের অর্থ সমান। + এই চিহ্নের অর্থ যুক্ত।

## প্রশ্ন।

নীচের লিখিত শব্দগুলিতে কোন্ বর্ণের পর কোন্ বর্ণ আছে তাহা শ্লেটে লিখিয়া বুঝাইয়া দাও। যথা,—রমেশ, বিভাবরী, শিশির, মনোযোগ, ভূষণ, শৈশব, যৌবন।

## সংযুক্ত বর্ণ।

১১। একটী ব্যঞ্জন বর্ণের পর আর একটী বা তাহার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে সেই ব্যঞ্জন বর্ণ সকল পরস্পর মিলিয়া একটী সংযুক্ত বর্ণ হয়।

যথা,—ক্ + ত = ক্ত, ক্ + তি = ক্তি, ক + র = ক্র, ক্ + ম = ক্ম, ঞ্ + চ = ঞ্চ, ক্ + ষ = ক্ষ, ক্ + ষ + ম = ক্ষ্ম, র্ + দ্ + ধ্ + ব = র্দ্ধ্ব, গ্ + ধ = গ্ধ।

## যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট শব্দ।

প্ + অ + দ্ + ম্ + অ = পদ্ম। ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + অ + ণ্ + অ = লক্ষ্মণ। ব্ + ই + স + ম্ + ঋ + ৎ + ই = বিস্মৃতি। র্ + উ + ক্ + ম্ + ই + ণ্ + ঈ = রুক্মিণী। প্ + অ + ঞ্ + চ্ + অ + ব্ + অ + ক্ + ত্ + র্ + অ = পঞ্চবক্ত্র। স্ + অ + ন্ + ন্ + ই + ক্ + ঋ + ষ্ + ট্ + অ = সন্নিকৃষ্ট।

## প্রশ্ন।

বল দেখি নীচের লিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্ শব্দে কয়টী করিয়া বর্ণ আছে ও কোন্ কোন্ বর্ণের পর কোন্ কোন্ বর্ণ আছে? শব্দ যথা—ক্ষান্ত, বিহ্বল, আহ্লাদ, পার্শ্ব, যক্ষ্মা, ব্রহ্মজ্ঞানী, রাক্ষসী, চৈতন্যশরীণ ও সিদ্ধেশ্বর।

২। নিম্নলিখিত বর্ণ যোগে কি কি পদ হয়?

অ+ঙ্+গ্+আ+র্+অ। গ্+অ+ঙ্+গ্+এশ্+অ। কু+আ+শ্+ম্+ঈ+র্+অ। স্+অ+র্+ব+এ+শ্+ব্+অ+র্+অ*।

## প্রশ্ন।

১। বর্ণ কাহাকে কহে? ২। বর্ণ কয় প্রকার? ৩। স্বরবর্ণ কাহাকে কহে. তাহা কয় প্রকার? হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর কাহাকে কহে? ৫। ব্যঞ্জনবর্ণ কাহার নাম ও তাহার সংখ্যা কত? ৬। সংযুক্ত বর্ণ কাহাকে কহে? ৭। রাজেন্দ্র, সচ্চিদানন্দ, সঙ্কর, শ্রীচন্দ্র, বাগ্মী, ও পরমেশ্বর এই পদগুলিতে কয়টী করিয়া স্বর ও কয়টী করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ আছে?

## সন্ধি।

কুশ আসন এই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন পদ আছে, কিন্তু সন্ধি হইলে আর ভিন্ন ভিন্ন পদ থাকিবে না, কুশাসন হইবে। কুশ এই পদটী ক্+উ+শ্+অ এই চারিটী বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে; আসন এই পদটী আ+স্+অ+ন্+অ এ পাঁচটী বর্ণের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। এখন বুঝা গেল "কুশ" পদের অন্তে "অ" আছে, এবং "আসন" পদের আদিতে আ আছে, অতএব ব্যাকরণের সূত্রানুসারে অ+আ=আ হইল; এই আ পূর্ব্ববর্ণে অর্থাৎ কুশ পদের শ্ এ যুক্ত হওয়াতে শা হইল, এবং দুইটী ভিন্ন পদ মিলিত হইয়া কুশাসন পদ সিদ্ধ হইল। অতএব,

১২। বর্ণদ্বয়ের মিলনে যে রূপান্তর হয় তাহার নাম সন্ধি।

উপরের যে উদাহরণ প্রদর্শিত হইল উহা স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনে সন্ধি হইয়াছে ঐরূপ সন্ধিকে স্বরসন্ধি কহে।

---

* নূতন নূতন শব্দ সকল বোর্ডে বা স্লেটে লিখিয়া শিক্ষক মহাশয় বালকদিগকে বর্ণ শিক্ষা দিবেন।

বি-চ্ছেদ, বিচ্ছেদ। এখানে ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণের মিলনে সন্ধি হইয়াছে এরূপ সন্ধিকে ব্যঞ্জনসন্ধি কহে। অতএব,

১৩। ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে মিলন হইলে যে সন্ধি হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি।

## স্বরসন্ধি।

১৪। অ কিংবা আ এই দুই বর্ণের পর অ কিংবা আ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ হয়, আ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা—অন্ত-অবধি, অন্তাবধি; দয়া-অর্ণব, দয়ার্ণব; কমল-আকর, কমলাকর; মহা-আত্মা, মহাত্মা, ইত্যাদি।

১৫। যদি ইকার কিংবা ঈকারের পর ই কিংবা ঈ থাকে তাহা হইলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয়, ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা,—গিরি-ইন্দ্র, গিরীন্দ্র; গিরি-ঈশ, গিরীশ; মহী-ইন্দ্র, মহীন্দ্র; মহী-ঈশ, মহীশ ইত্যাদি।

১৬। উকারের পর উকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊকার হয়, ঊকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা,—ভানু-উদয়, ভানূদয়; তরু-উপরি, তরূপরি; ইত্যাদি।

১৭। অকার কিংবা আকারের পর ই কিংবা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়, একার পূর্ব্ব-বর্ণে যুক্ত হয়।

যথা,—দেব-ইন্দ্র, দেবেন্দ্র ; পরম-ঈশ্বর, পরমেশ্বর ; যথা-ইষ্ট, যথেষ্ট ; উমা-ঈশ, উমেশ ইত্যাদি।

১৮ অকার কিংবা আকারের পর উ কিংবা ঊ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়, ওকার পূর্ব্ব-বর্ণে যুক্ত হয়।

যথা,—সহ-উদর, সহোদর : মহা-উদধি, মহোদধি, গৃহ-ঊর্দ্ধ, গৃহোর্দ্ধ ; মহা-ঊর্ম্মি মহোর্ম্মি ইত্যাদি।

১৯। অকার কিংবা আকারের পর ঋ থাকিলে ঋ স্থানে র্ হয়, র্ পরবর্ণের মস্তকে যায় এবং পূর্ব্বের আকার স্থানে অকার হয়।

যথা,—উত্তম-ঋণ, উত্তমর্ণ ; মহা-ঋষি, মহর্ষি ইত্যাদি

২০। অকার অথবা আকারের পর এ কিংবা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ হয়, ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা,—জন-এক, জনৈক ; বিপুল-ঐশ্বর্য্য, বিপুলৈশ্বর্য্য ইত্যাদি।

২১। অকার অথবা আকারের পর ও কিংবা ঔ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ হয়, ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

যথা,—জল-ওঘ, জলৌঘ ; মহা-ঔষধ, মহৌষধ ইত্যাদি।

২২। ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে "য" হয়।

যথা,—যদি-অপি, যদ্যপি, ইতি-আদি ইত্যাদি; মসী-আধার, মস্যাধার ইত্যাদি।

২৩। উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ, ঊ স্থানে "ব" হয়।

যথা,—অনু-এষণ' অন্বেষণ; সু-আগত, স্বাগত ইত্যাদি।

২৪। ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে "র" হয়।

যথা,—পিতৃ-আদেশ, পিত্রাদেশ ইত্যাদি।

২৫। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্, ঐ স্থানে আয়্ ও স্থানে অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়।

যথা,—নে-অন, নয়ন; নৈ-অক, নায়ক; ভো-অন, ভবন; ভৌ-উক, ভাবুক ইত্যাদি।

২৬। চ ও ছ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে "চ" হয়।

যথা,—সৎ-চরিত্র, সচ্চরিত্র; শরৎ-চন্দ্র, শরচ্চন্দ্র; উৎ-ছেদ, উচ্ছেদ ইত্যাদি।

২৭। জ পরে থাকিলে ত ও দ স্থানে জ হয়।

যথা,—সৎ-জন, সজ্জন, তৎ-জন্য, তজ্জন্য ইত্যাদি।

২৮। ড পরে থাকিলে ত স্থানে ড হয়।

যথা,—উৎ-ডীন, উড্ডীন ইত্যাদি।

২৯। ল পরে থাকিলে ত স্থানে ল হয়।

যথা,—উৎ-লেখ, উল্লেখ; উৎ-লসিত,উল্লসিত ইত্যাদি।

৩০। স্বরবর্ণ অথবা গ, ঘ, জ, দ, ধ, ব, ভ, য, র, ব, হ পরে থাকিলে পদের শেষস্থিত ক্ স্থানে গ্ ও ত্ স্থানে দ্ হয়।

যথা,—দিক্-অম্বর, দিগম্বর; বাক্-আড়ম্বর, বাগাড়ম্বর; দিক্ গজ, দিগ্ গজ; বাক্ জাল, বাগ্ জাল; বাক্ দান বাগ্ দান; উৎ-ঘাটন, উদ্ঘাটন; বৃহৎ-হনু, বৃহদ্ধনু; জগৎ-বন্ধু, জগদ্বন্ধু; সৎ-ভাব, সদ্ভাব; চিৎ-রূপ, চিদ্রূপ ইত্যাদি।

৩১। ত্ কিংবা দ্ এর পর হ থাকিলে ত্ স্থানে দ্ ও হ্ স্থানে ধ্ হয়।

যথা,—উৎ-হার, উদ্ধার; তদ্ হিত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

৩২। ত্ কারের পর শ থাকিলে ত্ স্থানে চ ও শ স্থানে ছ হয়।

যথা,—উৎ শ্বাস, উচ্ছ্বাস; উৎ-শলিত, উচ্ছলিত ইত্যাদি।

৩৩। স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ছ স্থানে "চ্ছ" হয়।

যথা,—বি ছেদ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

## ( বিসর্গ সন্ধি )

৩৪। চ কিংবা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে "শ" হয়।

যথা,—নিঃ-চয়, নিশ্চয়; শির-ছেদ, শিরশ্ছেদ ইত্যাদি।

৩৫। ত কিংবা থ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে "স্" হয়।

যথা,—দুঃ-তর, দুস্তর; নিঃ-তেজ নিস্তেজ ইত্যাদি।

৩৬। বর্গের তৃতীয়,চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও তৎপরস্থিত বিসর্গ এই উভয়ের স্থানে ওকার হয়।

যথা,— অধঃ-গতি, অধোগতি; সদ্যঃ-জাত, সদ্যোজাত; পয়ঃ-নিধি, পয়োনিধি; মনঃ-বেগ, মনোবেগ ইত্যাদি।

৩৭। স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অ আ ভিন্ন স্বর-বর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে "র" হয়।

যথা,—নিঃ-আকার, নিরাকার; নিঃ-গত, নির্গত; নিঃ-ভয়, নির্ভয় ইত্যাদি।

৩৮। র পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র হয় তাহার লোপ হয় এবং পূর্ব্বের হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয়।

যথা,—নিঃ-রস, নীরস; নিঃ-রোগ নীরোগ ইত্যাদি।

## প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

নভোমণ্ডল, আচ্ছাদন, দিগীশ, বিদ্যুল্লতা, বিপচ্চয়, উড্ডীন, উদ্ধত, মনোগত, যশোধন, জ্যোতিশ্চক্র, মনস্তাপ, উল্লাস, তজ্জীবন, উচ্চারণ, নির্দ্দেশ, উল্লঙ্ঘন, কৃদন্ত, দিগ্‌গজ, সমাদর, রাজর্ষি, দেবেশ, বীরাসন, কূপোদক, মহেশ।

নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধি কর।

কুশ-অঙ্কুর, মহা-আশয়, লক্ষ্মী-ঈশ, নর-ইন্দ্র, সাধু-উক্তি, প্রতি-আশা, অনু-এষণ, সৎ-গতি, বাক্-ইন্দ্রিয়, উৎ-হৃত, উৎ-শিষ্ট, মনঃ হর, পরি-ছদ, সৎ-চিৎ-আনন্দ, বাক্-দত্তা, শিরঃ ছত্র।

## ণত্ববিধি।

৩৯। ঋ র অথবা ষ এই তিন বর্ণের পর পদের মধ্যস্থিত দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা— ঘৃণা, বর্ণ, পূর্ণ তৃষ্ণা ইত্যাদি।

৪০। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়।

যথা,—রুক্মিণী, পাষাণ, দর্পণ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

৪১। ক্রিয়ার শেষস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—করেন, মারেন ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, কতকগুলি শব্দের স্বভাবতঃ মূর্দ্ধন্য ণ আছে। যথা— বাণ, তূণ, কল্যাণ, কঙ্কণ, কণা, ঘুণ, শোণ, কাণ, পণ, গণ, আপণ, বিপণি, নিপুণ, স্থাণু, বেণু, বাণী, অণু, বীণা, গুণ ইত্যাদি।

## ষত্ববিধি।

৪২। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ অথবা কৃ ও র্ এই সকল বর্ণের পরস্থিত প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, জিগীষা ইত্যাদি।

অগ্নিসাৎ, ভূমিসাৎ ইত্যাদি স্থলে হয় না।

## প্রকৃতি।

৪৩। শব্দ ও ধাতুকে প্রকৃতি কহে।

গো, অশ্ব, মনুষ্য ইত্যাদি শব্দ; ভূ, স্থা, গম্, দৃশ, ইত্যাদি ধাতু।

## শব্দ।

৪৪। যদি একটী বা তদধিক বর্ণ যথানিয়মে মিলিত হইয়া কোনরূপ অর্থ বোধ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে শব্দ কহে।

বৃক্ষ, জল, বায়ু, অগ্নি, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি শব্দ যথাক্রমে বর্ণ বিন্যাসের দ্বারা রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের এক একটী অর্থও আছে এই জন্য ইহারা শব্দ। ও, ই প্রভৃতি একাক্ষর শব্দও আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ অনেক শব্দ আছে, যাহাদের মূল শব্দ এক প্রকার এবং প্রচলিত শব্দ অন্য প্রকার। নিম্নে তাহারই কতিপয় শব্দের তালিকা প্রদর্শিত হইল। যথা—

| মূল শব্দ। | প্রচলিত শব্দ। | মূল শব্দ। | প্রচলিত শব্দ। |
|---|---|---|---|
| রাজন্ | রাজা | বাচ্ | বাক্ |
| সম্রাজ্ | সম্রাট্ | বিদ্বস্ | বিদ্বান্ |
| জ্ঞানিন্ | জ্ঞানী | নামন্ | নাম |
| শ্রীমৎ | শ্রীমান্ | পয়স্ | পয়ঃ |
| জ্ঞানবৎ | জ্ঞানবান্ | অহন্ | অহঃ |
| শর্ম্মন্ | শর্ম্মা | যদ্ | যিনি, যে, যাহা |
| বণিজ্ | বণিক্ | তদ্ | তিনি, সে, তাহা |
| অদস্ | উনি, উহা, ঐ | কিম্ | কে, কি |
| ইদম্, এতদ্ | ইনি, ইহা, এই। | | |

৪৫। আহ্বান করাকে সম্বোধন কহে। যে পদ উচ্চারণ করিয়া কাহাকেও সম্বোধন করা হয়, তাহার নাম সম্বোধন পদ।

সম্বোধন পদের এক বচনের রূপ কোন কোন স্থলে বিভিন্ন হয়।

| শব্দ | সম্বোধনের একবচন। |
|---|---|
| প্রভু | প্রভো! |
| পিতৃ | পিতঃ! |
| শ্রীমৎ | শ্রীমন্! |
| গৌরী | গৌরি! |
| মাতৃ | মাতঃ! |
| সখি | সখে! |
| নদী | নদি! ইত্যাদি। |

## পদবোধ প্রকরণ।

## বিভক্তি।

রা, এরা, কে, দ্বারা, হইতে, র, এ, তে ইত্যাদি বিভক্তি শব্দের পরে বসিয়া শব্দ সকলকে অন্যরূপ অর্থবোধক করে। যথা—পশু+রা=পশুরা, রাম+কে=রামকে, এইরূপ জল-দ্বারা, ব্যাঘ্র-হইতে ইত্যাদি।

এখানে পশু, রাম ইত্যাদি শব্দ এবং রা, কে ইত্যাদির নাম বিভক্তি। অতএব,

৪৬। যাহা প্রকৃতির পরে বসিয়া সংখ্যা ও কারকের বোধ করাইয়া দেয়, তাহার নাম বিভক্তি।*

বিভক্তি সাত প্রকার। যথা—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী।†

---

* বিভক্তি কোন কোন স্থলে সম্বন্ধ প্রভৃতি অর্থ বোধ করায়। যথা—রামের বাটী, স্ত্রীদের কণ্ঠধ্বনি, এই উভয় স্থলে এর ও দের এই দুই বিভক্তির দ্বারা সম্বন্ধ ও একজন রাম ও বহু স্ত্রী বুঝাইতেছে। এ স্থলে কেবল শব্দ বিভক্তির বিষয়ই কথিত হইল।

† তৎপুরুষ সমাসের সংস্কৃত নামানুসারে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি নাম বাঙ্গালায় চলিত হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালায় বিভক্তির নামও প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

## বিভক্তির আকার।

| বিভক্তি | একবচন | বহুবচন |
|---|---|---|
| প্রথমা | * | রা, এরা |
| দ্বিতীয়া | রে, কে, এ, য, | দিগকে |
| তৃতীয়া | দিয়া, দ্বারা, কর্ত্তৃক, এ | দিগের দ্বারা |
| চতুর্থী | কে, রে, এ, য † | দিগকে |
| পঞ্চমী | হইতে | দিগের হইতে |
| ষষ্ঠী | এর, র | দিগের |
| সপ্তমী | য, তে, এ | সমূহে। |

## পদ।

মনুষ্য একটী শব্দ, যখন উহাতে বিভক্তি যোগ করা যায়, তখন উহারা পদ হয়। অতএব,

৪৭। বাক্যের এক একটী অংশকে পদ কহে। ‡ বাঙ্গালা ভাষায় পদ পাঁচ প্রকার। যথা—বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ, অব্যয়।

---

* প্রথমার এক বচনের কোন চিহ্ন থাকে না, যেমন শব্দ তেমনি থাকে। যথা—রাম যাইতেছে। এ স্থলে রাম পদে প্রথমার এক বচনের কোনও চিহ্ন নাই।

† দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির আকারগত কোন ভেদ নাই, কেবল কারকের ভেদ আছে বলিয়া পৃথক্‌রূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইল।

‡ পদের এইরূপ লক্ষণ বলিলে বালকদিগের বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়, কিন্তু বৈয়াকরণ মতে ঐরূপ লক্ষণে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। এজন্য বিভক্তি-যুক্ত শব্দকে পদ বলে, এইরূপ লক্ষণ করাই উচিত।

## বিশেষ্য।

আমরা বিদ্যালয়ে কিংবা অন্য স্থানে যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদের এক একটী নাম আছে। যথা—শ্লেট ও পুস্তক ইত্যাদি। শ্লেট ও পুস্তক এই দুইটী শব্দ দুইটী বস্তু বা পদার্থের নাম, ঐ নামটীই বিশেষ্য, অর্থটী বিশেষ্য নহে। অর্থাৎ শ্লেট এই বর্ণময় শব্দটী বিশেষ্য, শ্লেট এই শব্দের যে অর্থ প্রস্তরের বস্তু, তাহা বিশেষ্য নহে। অতএব,

৪৮। **পদার্থ বা বস্তুর নামকে বিশেষ্য কহে। অথবা যাহাকে বিশেষ করা যায়, তাহার নাম বিশেষ্য ( Noun )।**

### বিশেষ্য পদের বিশেষ পরিচয়।

প্রঃ। বল দেখি—মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ, এই শব্দগুলি কিরূপ বিশেষ্য? উঃ। দ্রব্যবোধক বিশেষ্য। প্রঃ। কি জন্য উহারা দ্রব্যবোধক বিশেষ্য? উঃ। ঐ পদগুলি দ্বারা এক একটী ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বুঝাইতেছে বলিয়া উহারা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য। অতএব,

৪৯। **যাহা দ্রব্যকে বুঝাইয়া দেয়, তাহাকে দ্রব্যবাচক বিশেষ্য কহে।**

প্রঃ। রক্ত, পীত, নীল, ইত্যাদি রূপ; কটু, তিক্ত, লবণ ইত্যাদি রস; পুষ্পাদির গন্ধ; শীত, উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ; কথা ও বাদ্যধ্বনি প্রভৃতি শব্দ; এবং গুরুত্ব, মৃদুতা, ও কোমলতা এই

শব্দ গুলি কি পদ ? উঃ। উহারা সমুদায়ই বিশেষ্য। প্রঃ। উহারা কি দ্রব্যবাচক বিশেষ্য ? উঃ। না, প্রত্যেক শব্দের দ্বারা এক একটী গুণ বুঝাইতেছে, একারণ উহারা গুণবাচক বিশেষ্য। প্রঃ। বল দেখি, শব্দ কাহার গুণ ? উঃ। বায়ুর ; প্রাচীন মতে আকাশের। এই নিমিত্ত বাক্য, বাদ্যধ্বনি প্রভৃতি পদগুলিও গুণবাচক বিশেষ্য।

প্রঃ। সুখ, দুঃখ, দয়া, ভক্তি, ক্রোধ, লোভ, ইহারা কি পদ ? উঃ। উহারাও গুণবাচক বিশেষ্য ; কারণ ঐ সকল পদের দ্বারা আত্মা বা মনের গুণ বুঝাইতেছে।

প্রঃ। ভাল বল দেখি, এক, দ্বি, বহু প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দকে কি পদ কহিবে ? উঃ। গুণবাচক বিশেষ্য কহিব। প্রঃ। কেন ? উঃ। উহারা সকল বস্তুর গুণ প্রকাশ করায় বলিয়া গুণবাচক বিশেষ্য হইবে। সংখ্যাও গুণ অতএব,

৫০। **যাহা গুণের নাম, তাহাকে গুণবাচক বিশেষ্য কহে।**

প্রঃ। আকর্ষণ, উত্তোলন, শ্রবণ, হনন ইত্যাদি কি পদ ? উঃ। উহারা বিশেষ্য ; কারণ ইহারা বস্তুবাচক না হইয়া বস্তুর ক্রিয়াবাচক বলিয়া বিশেষ্য হইল। প্রঃ। তবে উহাকে কি রূপ বিশেষ্য কহে ? উ। উহার নাম ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। অতএব

৫১। **ক্রিয়ার যে নাম, তাহাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কহে।**

প্রঃ। হংস, মৃগ, বক, সারস প্রভৃতি পদগুলি জন্তুর নাম

বলিয়া বিশেষ্য পদ বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উহারা কিরূপ বিশেষ্য? উঃ। জাতিবাচক বিশেষ্য, কেন না ঐ সকল পদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি জানা যাইতেছে। অতএব,

**৫২। জাতির নামকে জাতিবাচক বিশেষ্য কহে।**

প্রঃ। রাম ও হরি ইহারা বিশেষ্য কেন? উঃ। ব্যক্তির নাম বুঝাইতেছে এই জন্য উহাদিগকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য কহে। অতএব,

**৫৩। যাহা দ্বারা সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের বোধ হয়, তাহাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য কহে।**

প্রঃ। তবে বিশেষ্য শব্দ কয় প্রকার? উঃ। পাঁচ প্রকার। যথা—দ্রব্যবাচক, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক, জাতিবাচক ও সংজ্ঞা-বাচক। বাচক শব্দের অর্থ যে বলে। দ্রব্যকে যে বলে, তাহার নাম দ্রব্যবাচক ইত্যাদি।

## প্রশ্ন।

১। স্কুলঘরে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহাদের নাম কর।

২। তুমি যে সকল স্থানের নাম জান বা শুনিয়াছ, তাহাদের নাম উল্লেখ কর।

৩। এই দেশের কতকগুলি বস্তুর নাম কর।

৪। চক্ষুর অগোচর কতকগুলি বস্তুর নাম উল্লেখ কর।

৫। বল দেখি, তুমি যে সকল নাম করিলে ঐ গুলি কি কি পদ?

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোনটী কি রূপ বিশেষ্য? লাল, পীত, মাস. পক্ষ. দিন, দেশ, নদী, হংস, মন, ঘৃত, কাগজ, আকর্ষণ, অম্ল, পাঁচ, তারা. চন্দ্র, আত্মা, তাপ, মৃদুতা, সৌন্দর্য্য, দেহ, বাক্য, দ্বেষ, শ্রদ্ধা ও কাঠিন্য।

## সর্ব্বনাম।

যদুকে ডাক, তিনি যাইবেন।

এস্থলে "যদু" এই পদটী প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে, দ্বিতীয় বারে যদু পদের উল্লেখ না করিয়া তিনি এই পদের উল্লেখ করা হইল। যখন তিনি পদের প্রয়োগ করিলে যদুকেই মনে হইতেছে, তখন এখানে তিনি এই পদের অর্থ যদু হইল, যদু এই পদটী বিশেষ্য পদ, অতএব,

**৫৪। বিশেষ্যপদের পরিবর্ত্তে যে পদের ব্যবহার হয়, তাহাকে সর্ব্বনাম (pronoun) কহে। অথবা যাহা সকলের নাম, তাহাকে সর্ব্বনাম কহে।***

গোপাল রামকে দেখিতে পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। এই বাক্যে গোপালের পরিবর্ত্তে তিনি, রামের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে, এই দুই পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, এ কারণ তিনি ও তাঁহাকে এই দুইটী পদই সর্ব্বনাম।

---

* সকল শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দের ব্যবহার; আর সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহার করিলে বারবার এক শব্দের উল্লেখ করিতে হয় না যথা—যদু কহিলেন যদু যাইবেন এই বাক্যে দ্বিতীয় যদুর. বদলে তিনি বসিবে।

আমার নাম হরি, আমি বিদ্যালয়ে যাইতেছি; এই বাক্যে আমি পদটী হরি পদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমি এই পদটী সর্ব্বনাম।

আনারসের অম্ল মধুর রস, এই নিমিত্ত উহা বড় মিষ্ট ও সুস্বাদ। এস্থলে উহা এই পদটী আনারস এই পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে বলিয়া সর্ব্বনাম পদ।

আমি, মুই, তুমি, তুই, তিনি, সে, যিনি, যে, ইনি, এ, উনি, ও, কে, কি, আপনি, তাহা, যাহা, উহা, ইহা, কাহা, তোমা, সর্ব্ব, উভয়, অন্য, অন্যতর, ইতর, এক, পর অপর, ইত্যাদি সর্ব্বনাম।

## ক্রিয়াপদ।

চিল উড়িতেছে, এ স্থলে উড়িতেছে এই পদটী, চিল কি করিতেছে তাহাই বুঝাইতেছে অথবা চিল পাখা নাড়িয়া শূন্যপথে যে কাজ করিতেছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। অতএব,

৫৫। **যে পদের দ্বারা কোনরূপ কাজ করা, বা হওয়া বুঝায় তাহাকে ক্রিয়াপদ ( Verb ) কহে। যথা—দেখা, করা, বলা, হওয়া ইত্যাদি।**

ক্রিয়া দুই প্রকার সমাপিকা ও অসমাপিকা।

শ্যাম ভাত খাইতেছে, এই স্থলে খাইতেছে এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগে বাক্য শেষ হইতেছে, অন্য ক্রিয়াপদ আবশ্যক হইতেছে না; অতএব

৫৬। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য শেষ হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

খাইতে, যাইতে, বলিতে ইত্যাদি ক্রিয়া পদের প্রয়োগে বাক্য শেষ হইতেছে না, অন্য ক্রিয়াপদ আবশ্যক হইতেছে। অতএব

৫৭। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য শেষ হয় না, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

## বিশেষণ।

"পক্ষী" এই শব্দটী বিশেষ্য, কারণ উহা একটী জাতির নাম। পক্ষী শব্দ দ্বারা জগতে পাখাযুক্ত যত পাখী আছে, সকলকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ পক্ষী শব্দ দ্বারা কি সুন্দর কি কুৎসিত, কি ছোট কি বড, কি কৃশ কি স্থূল ও কি সুস্থ কি পীড়িত সকল পাখীকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু ঐ পক্ষী শব্দের পূর্ব্বে সুন্দর, এই শব্দটী থাকিলে ঐ পক্ষী শব্দ দ্বারা আর কুৎসিত পাখীকে বুঝায় না, সুশ্রী যে পক্ষী তাহাকেই বুঝায়। ঐরূপ পক্ষী শব্দের পূর্ব্বে স্থূল শব্দ থাকিলে কৃশ পক্ষীকে না বুঝাইয়া হৃষ্টপুষ্ট পক্ষীকেই বুঝাইবে; ছোট শব্দ থাকিলে বড় পাখী বুঝাইবে না; এবং সুস্থ শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে পীড়িত পক্ষী বুঝাইবে না। যখন পক্ষী বলিলে সামান্যতঃ সমস্ত পক্ষীই বুঝায়, আর সুন্দর, স্থূল, ছোট, সুস্থ ইত্যাদি শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে সমস্ত পক্ষীকে বুঝায় না যে পক্ষী কুৎসিত নহে, কৃশ নহে, বড় নহে ও অসুস্থ নহে এইরূপ পক্ষিবিশেষকে বুঝায়, তখন

জানা যাইতেছে যে সুন্দর প্রভৃতি শব্দ পক্ষীকে বিশেষ করিতেছে। অতএব,

৫৮। **যাহা বিশেষ করিয়া দেয়, তাহার নাম বিশেষণ। অথবা, যে শব্দ দ্বারা বিশেষ্য* প্রভৃতির গুণ বা অবস্থা প্রকাশ হয় তাহাকে বিশেষণ (Adjective) কহে।**

সুন্দর পক্ষী, এ স্থলে সুন্দর পদ দ্বারা পক্ষীর সৌন্দর্য্য গুণ প্রকাশ হইতেছে অতএব সুন্দর শব্দটী বিশেষণ। এইরূপ সুস্থ পক্ষী বলিলে পক্ষীর সুস্থ অবস্থা প্রকাশ হইতেছে, অতএব সুস্থ শব্দটীও বিশেষণ। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিবে।

রাম ও শ্যাম উভয়েই অপরাধী কিন্তু উভয়ের মধ্যে শ্যামই গুরুতর অপরাধী বলিয়া তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, রামও অপরাধী, শ্যামও অপরাধী কিন্তু তাহাদের মধ্যে অপরাধের তারতম্য আছে, রাম অপেক্ষা শ্যাম অধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অপরাধী এই শব্দের পূর্ব্বে গুরুতর শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে সুতরাং রাম অপেক্ষা শ্যাম অধিক অপরাধ করিয়াছে গুরুতর শব্দ তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে।

পূজনীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে পিতাই পূজ্যতম, অনেক পূজ্য ব্যক্তি আছেন, তন্মধ্যে পিতাই শ্রেষ্ঠ, পূজ্যতম পদটী তাহাই

---

* বিশেষণ শব্দ যে কেবল বিশেষ্য শব্দেরই গুণ ও অবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে এরূপ নহে, বিশেষণের, ক্রিয়ার ও সর্ব্বনামেরও গুণ ও অবস্থা প্রকাশ করে। যথা—তিনি অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ছিলেন। এস্থলে, বিদ্বান্ পদটী তিনি পদের বিশেষণ এবং অদ্বিতীয় পদটী বিশেষণ বিদ্বান্ পদের গুণ প্রকাশ করিতেছে।

প্রকাশ করিতেছে, অতএব গুণবাচক শব্দের উত্তর দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে তর, বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতে তম হয়। কখন কখন চেয়ে ও অপেক্ষা শব্দের ব্যবহার করিয়া আমরা তুলনা করিয়া থাকি যথা—রামের চেয়ে শ্যাম বুদ্ধিমান, যদুর চেয়ে মতি ভাল পড়া বলিতে পারে, রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য অধিক। তুলনা অর্থে কখন কখন নিকৃষ্টের উত্তর হইতে বিভক্তির যোগ হইয়া থাকে, যথা—অর্থ হইতে বিদ্যা উৎকৃষ্ট, সর্ব্বজন হইতে পিতাই পূজ্য।

## প্রশ্ন।

১। সর্ব্বনাম কাহাকে কহে? কি নিমিত্ত সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়? কতকগুলি সর্ব্বনাম শব্দের নাম কর।

২। ক্রিয়াপদ কাহাকে কহে, অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়ার লক্ষণ।

৩। নিম্ন-লিখিত উদাহরণগুলিতে কোন্ পদটী গুণ ও কোন্ পদটী অবস্থা প্রকাশ করিতেছে?

লাল ফুল, মিষ্ট ফল, পচা কাপড়, ছোট পাতা, বুড়ো মানুষ, বড় ফল কাল চুল, উচ্চ শব্দ, প্রশস্ত মন, পীড়িত শিশু।

৪। নিম্নলিখিত বিশেষণ শব্দগুলি এক একটী বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে বসাও:—কাল, নীল, ভক্ত, পবিত্র, নির্ম্মল, বৃহৎ, বিস্তৃত, মূর্খ, পূর্ণ, মহাত্মা, পক্ব, সুন্দর, শুষ্ক, বুদ্ধিমান, দেদীপ্যমান, অশেষ, নিষ্ঠুর, উজ্জ্বল, দয়ালু, ভয়ঙ্কর, শ্বেত।

৫। নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলির পূর্ব্বে এক একটী বিশেষণ শব্দ বসাও।

ভূমি, লোক, বালিকা, বুদ্ধি, হীরক, সর্প, তৈল, পুস্তক, সূর্য্য, জ্ঞান, ঘাস, আকাশ, দেব, মাতা, নক্ষত্র ও বন।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্ গুলি বিশেষ্য কোন্‌গুলি বিশেষণ তাহা পৃথক্ করিয়া দেখাও।

জাগরণ, জ্ঞানী, বল, দয়ালু, হস্তী, স্বর্গ, সদয়, শোভন, প্রাপ্ত, জ্ঞান, দাতা, করুণা, ভক্ত, সত্বর, সমস্ত, দুঃখ, সংসার, নীতি, দাতব্য, মুক্তি, ভজনীয়।

**৫৯। বিশেষণ তিন প্রকার; বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ।**

পশু শব্দটী জাতিবাচক বিশেষ্য। পশু বলিলে সাধারণ পশুকে বুঝায়, কিন্তু হিংস্র পশু বলিলে যাহারা হিংসা করে এইরূপ পশুকেই বুঝায়, অন্য পশুকে বুঝায় না, এজন্য হিংস্র শব্দটী বিশেষণ, কিন্তু বিশেষ্যের বিশেষণ।

তিনি সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। এই স্থলে সাতিশয় এই শব্দটী বুদ্ধিমান্ এই বিশেষণ শব্দের গুণ প্রকাশ করিতেছে; অতএব সাতিশয় শব্দটী বিশেষণের বিশেষণ হইল।

তিনি শীঘ্র যাইতেছেন, এস্থলে যাইতেছেন একটী ক্রিয়াপদ। ঐ শব্দের দ্বারা যাওয়া ক্রিয়া সামান্য ভাবে বুঝাইতেছে, কিন্তু শীঘ্র শব্দটী পূর্ব্বে থাকাতে দ্রুত যাওয়া বুঝাইতেছে, সুতরাং শীঘ্র শব্দ, যাইতেছেন এই ক্রিয়াকে বিশেষ করিতেছে বলিয়া উহা যাইতেছেন এই ক্রিয়াপদের বিশেষণ হইল।

## অব্যয়।

**৬০। যে সকল শব্দের লিঙ্গ, বিভক্তি ও বচন অনুসারে রূপভেদ হয় না, কেবল বাক্যের এক একটী বিশেষ ভাব প্রকাশের জন্য যাহাদের প্রয়োগ হয়, তাহাদিগকে অব্যয় ( Indeclinables ) কহে।**

এবং, ও, আর, যদি, যদ্যপি, তথাপি, তথাচ, অথচ, অন্যথা, যেহেতু, যেন, যেমন, যে, যথা, তবু, তবে, তথা, তেমন, সুতরাং বরং, বরঞ্চ, কেননা, অতএব, অধিকন্তু, আ, ও, ওঃ, উঃ, ইস্, উহু ইত্যাদি অব্যয় শব্দ। প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপ, উপ, আ, ইহারাও অব্যয় কিন্তু ধাতুর পূর্ব্বে বসিলে প্র আদি কুড়িটীকে উপসর্গ কহে।

(১) রাম এবং শ্যাম যাইতেছে। এই বাক্যে "এবং" এই শব্দটী দ্বারা রাম যাইতেছে, তাহার সহিত শ্যামও যাইতেছে ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে। (২) অন্ন ও বস্ত্র দান কর। এই বাক্যের "ও" এই অব্যয় শব্দটী দ্বারা অন্ন দান কর, সেই সঙ্গে বস্ত্রও দান কর ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে।

এবং, ও, আর, আরও, অথচ ইত্যাদি অব্যয় এক পদের সহিত অপর পদের যোজনা করিয়া দেয় বলিয়া উহাদিগকে সংযোজক অব্যয় বলে।

রাম বা শ্যাম যাইবে। রাম যাইতে পারে, শ্যামও যাইতে পারে, দুই জনের এক জন যাইবেই, "বা" এই অব্যয় শব্দটী দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে।

বা, অথবা, কিম্বা, নতুবা, কিং হয়; নয়, নয়ত, ইত্যাদি অব্যয় শব্দ পদ বাক্য প্রভৃতির পৃথক্ ভাবে অন্বয় করিয়া দেয় বলিয়া উহাদের নাম বিয়োজক অব্যয়।

বিশেষ্যপদের বচন, পুরুষ, লিঙ্গ ও কারক আছে।

## বচন।

৬১। বিভক্তি দ্বারা যে সংখ্যা বুঝায় তাহারই নাম বচন ( Number ) । বচন দুই প্রকার, যথা—এক বচন ( Singular ) ও বহুবচন ( plural ) ।*

একবচনের বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বারা একটী মাত্র বস্তু বুঝায়, বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত পদের দ্বারা একের অধিক সমস্ত বস্তু বুঝায়। যথা—মনুষ্য বলিলে এক জন মনুষ্য এবং মনুষ্যেরা বলিলে একের অধিক মনুষ্য বুঝায়।

## পুরুষ।

৬২। বিশেষ্য পদকে পুরুষ ( person ) কহে।

পুরুষ তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও প্রথম। ইহাদিগকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইহাও বলা হইয়া থাকে। আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ ইহা ভিন্ন সমস্ত বিশেষ্য পদই প্রথম পুরুষ।

## লিঙ্গ।

কতকগুলি শব্দ আছে তাহাদের অর্থ পুরুষজাতি, কতক-

---

* বঙ্গ ভাষায় দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, এজন্য বচন দুই প্রকার এইরূপ বলা হইল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার। যথা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

গুলির অর্থ স্ত্রীজাতি এবং কতকগুলির অর্থ—পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন নপুংসক জাতি ; অতএব—

৬৩। **যাহা দ্বারা পুরুষ, স্ত্রী ও ক্লীব জাতির বোধ হয় তাহার নাম লিঙ্গ ( Gender )।**

লিঙ্গ তিন প্রকার ; যথা— পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ ।

## পুংলিঙ্গ।

৬৪। যে শব্দের দ্বারা পুরুষ জাতি বুঝায়, তাহাকে পুংলিঙ্গ ( Masculine gender ) কহে।

যথা—নর, দেব, রাক্ষস, ইত্যাদি।

## স্ত্রীলিঙ্গ।

৬৫। যাহার দ্বারা স্ত্রী জাতি বুঝায়, তাহার নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ( Feminihe gender ) যথা, নারী, রাক্ষসী ইত্যাদি।

## ক্লীবলিঙ্গ।

৬৬। যাহাদ্বারা স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন অন্য জাতির বোধ হয় তাহাকে ক্লীবলিঙ্গ (Neuter gender) কহে। যথা—ফল, জল ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপের বিভিন্নতা নাই, কেবল সংস্কৃত ভাষার অনুকরণ করিয়া কোনটী পুংলিঙ্গ এবং কোনটী ক্লীবলিঙ্গ করা হইয়া থাকে।

হংস, বক, অশ্ব, মনুষ্য, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ মাত্রেই পুরুষ জাতি বলিয়া বোধ হয়, একারণ উহারা পুংলিঙ্গ।

ফল, জল, তৈল প্রভৃতি শব্দগুলি শুনিলে, স্ত্রী কি পুরুষ কিছুই জানা যায় না, সুতরাং উহারা ক্লীবলিঙ্গ। অর্থ দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীজাতির বোধক না হইলেও বৃক্ষ, পর্ব্বত, লতা, ভূমি প্রভৃতি শব্দগুলির কোনটী পুংলিঙ্গ কোনটী স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

সর্ব্বনাম শব্দের লিঙ্গ স্থির এইরূপে করিতে হয়, যথা,—

যদু বলিলেন আমি যাই, এস্থলে "আমি" এই শব্দটী যদুর পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, সুতরাং যদু পুংলিঙ্গ বলিয়া "আমি" এই সর্ব্বনাম শব্দটীও পুংলিঙ্গ। অতএব যে বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দের ব্যবহার হয়, সেই বিশেষ্যের যে লিঙ্গ, সর্ব্বনাম শব্দেরও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে।

বিশেষণের নির্দ্দিষ্ট লিঙ্গ নাই, উহা বিশেষ্যের লিঙ্গভাগী হয়। যথা—সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ ইহাদের পুংলিঙ্গের রূপ নাই। যথা,—ভূমি, বিদ্যুৎ, সরিৎ, লতা, বনিতা, শোভা, শ্রী, মাতৃ, দুহিতা, জনতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হিংসা, নাড়ী, তারা, নীতি, জ্যোৎস্না, বেণী, চুল্লি, সভা, রাত্রি, রুচি, ধূলি, নৌকা ইত্যাদি।

## স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়। *

"দুর্ব্বল" এই পদটী পুংলিঙ্গও হয়, স্ত্রীলিঙ্গও হয়, যখন স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তখন উহা দুর্ব্বল না হইয়া দুর্ব্বলা হয়। এইরূপ—শ্যাম-শ্যামা, কৃশ-কৃশা, ক্ষীণ-ক্ষীণা ইত্যাদি।

৬৭। যে সকল শব্দের শেষে অকার থাকে, স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইলে তাহারা প্রায়ই আকারান্ত হয়। যথা—দুর্ব্বল-দুর্ব্বলা ইত্যাদি।

৬৮। অক্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয় এবং অক্‌ভাগের আকার স্থানে "ই" হয়। যথা—পাচক-পাচিকা, কারক কারিকা, নায়ক-নায়িকা ইত্যাদি।

৬৯। স্ত্রীলিঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটী পূরণবাচক শব্দের উত্তর "আ", এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত পূরণবাচক† শব্দের উত্তর "ঈ" হয়। যথা—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ইত্যাদি।

৭০। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রী-

---

* প্রকৃতির উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে যাহা হয়, তাহার নাম প্রত্যয়।

† যাহা সংখ্যা পূর্ণ করে, তাহার নাম পূরণবাচক।

লিঙ্গে "ঈ" হয়, ঈ হইলে পূর্ব্বের অকারের লোপ হয়। যথা—হংস-হংসী, মৃগ-মৃগী ইত্যাদি। *

৭১। প্রাণীর বিশেষণ অঙ্গবাচক অকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে তাহার উত্তর "ঈ" হয় ও পূর্ব্বের আকারের লোপ হয়। যথা—চন্দ্রমুখী, সুকেশী ইত্যাদি

৭২। মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি ভিন্ন ঋকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" হয়। যথা—কর্ত্তৃ-কর্ত্রী; শিক্ষয়িতৃ-শিক্ষয়িত্রী; মাতৃ-মাতা; দুহিতৃ-দুহিতা।

৭৩। ইন্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" হয়। যথা—মানিন্—মানিনী, মনোহারিন্—মনোহারিণী ইত্যাদি।

৭৪। যে সকল শব্দের শেষে 'ঈয়স্' থাকে স্ত্রীলিঙ্গে তাহাদের উত্তর "ঈ" হয়। যথা—প্রেয়স্-প্রেয়সী, ভূয়স্-ভূয়সী ইত্যাদি।

৭৫। যে সকল শব্দের শেষে মৎ, বৎ, ময়, চর, স্বর ও দৃশ থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "ঈ" হয়। যথা,—শ্রীমৎ-শ্রীমতী, জ্ঞানবৎ-জ্ঞানবতী, মৃন্ময়-

---

* অজা, কোকিলা, অশ্বা, মূষিকা, মক্ষিকা, বলাকা, শূদ্রা প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীবাচক হইলেও উহাদের উত্তর ঈ না হইয়া আ হইবে।

মৃন্ময়ী, খেচর-খেচরী, কিঙ্কর-কিঙ্করী, মাদৃশ-মাদৃশী ইত্যাদি।

অপর কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ দর্শিত হইতেছে। যথা—

| পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ | পুংলিঙ্গ | স্ত্রীলিঙ্গ |
|---|---|---|---|
| কল্যাণ | কল্যাণী | নগর | নগরী |
| কাল | কালী | গৌর | গৌরী |
| তরুণ | তরুণী | পুত্র | পুত্রী (কন্যা) |
| নদ | নদী | দেব | দেবী |
| পৌত্র | পৌত্রী | মৎস্য | মৎসী |
| দৌহিত্র | দৌহিত্রী | রাজা | রাজ্ঞী (রাণী) |
| নর্ত্তক | নর্ত্তকী | ঈশ্বর | ঈশ্বরী |
| দাস | দাসী | বৈষ্ণব | বৈষ্ণবী |
| কুমার | কুমারী | কিশোর | কিশোরী |
| নর | নারী | যুবা | যুবতী ইত্যাদি। |

## প্রশ্ন।

১। লিঙ্গ কাহাকে কহে? তাহা কয় প্রকার? প্রত্যেকের লক্ষণ বল এবং এক একটী উদাহরণ দাও। ৪। কতকগুলি নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের নাম কর। ৫। যাচক, নর, যুবা, কিঙ্কর, সুখকর, সর্প, তেজস্বী, মাতৃ, কৃষ্ণ, পাপী, মায়াবী, রজক, শূদ্র, দশম, কর্ত্তা, তাদৃশ, এবং পাপীয়সী, গুণবতী, বামা, মানিনী, সাধ্বী, মহতী এই শব্দগুলির মধ্যে পুংলিঙ্গ শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গ কর।

## কারক।

রাম শ্যামকে দেখিতেছেন। এই বাক্যে "দেখিতেছেন" এই ক্রিয়া পদটী বলিলেই মনে হয় কে দেখিতেছেন। রাম দেখিতেছেন, রাম কি দেখিতেছেন? শ্যামকে দেখিতেছেন। সুতরাং ক্রিয়া পদের সঙ্গে রাম ও শ্যামের অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ আছে অতএব,

৩৬। **ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় থাকে, তাহাকে কারক ( Case ) কহে।**

**কারক ছয় প্রকার। যথা—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।**

সম্বন্ধ পদ কারক নহে, কারণ উহার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় থাকে না। যেমন—রামের বাটী, এস্থলে "রামের" এই পদের সঙ্গে "বাটী" এই পদের অন্বয় আছে ; ক্রিয়ার সহিত উহার অন্বয় নাই, সুতরাং ঐটী সম্বন্ধ ( Possessive ) পদ, কারক নহে।

## কর্ত্তা।

রাম যাইতেছে, এস্থলে "যাওয়া" একটী ক্রিয়া, ঐ যাওয়া ক্রিয়াটীকে কে করিতেছে? রাম করিতেছে। ঘুড়ি উড়িতেছে এস্থলে "ওড়া" ক্রিয়া, কে উড়িতেছে? ঘুড়ি। হরি দেখিতেছে এস্থলে "দেখা" ক্রিয়া, কে দেখিতেছে? হরি। এইরূপ সর্ব্বত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রিয়াপদ বলিলে কেহ না কেহ সেই ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করে, অতএব,

৭৭। যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, অথবা যে করে বা হয়, তাহার নাম কর্ত্তা ( Nominative )। রাম হাসিতেছে, রাজা প্রজা পালন করিতেছেন, হরি পুস্তক পড়িতেছে ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে কর্ত্তায় প্রথমার একবচনে "এ" "কে", "য়" এই সকল বিভক্তি হয়। যথা, সকলে বলে, আমাকে যাইতে হইবে, তোমায় করিতে হইবে, ইত্যাদি স্থলে সকলে, আমাকে ও তোমায় ইহারা কর্ত্তৃপদ।

## কর্ম্ম।

হরি যদুকে আঘাত করিতেছে, রাম চন্দ্র দেখিতেছে, গোপাল মাছ ধরিতেছে, কৃষ্ণ অন্ন খাইতেছে, এই সকল স্থলে আঘাত, দর্শন, ধরা ও খাওয়া এই সকল ক্রিয়া কাহার উপর পড়িতেছে? এই প্রশ্নে যদুর উপর আঘাত, চন্দ্রের উপর দর্শন, মাছের উপর ধরা ও অন্নের উপর খাওয়া পড়িতেছে। মারিতেছে, দেখিতেছে, ধরিতেছে ও খাইতেছে বলিলেই কাহাকে' এই কথাটির আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তখন যদু, চন্দ্র, মাছ ও অন্ন এই পদগুলি মনে হয়। ঐ সকল পদকে অবলম্বন করিয়া ঐ ক্রিয়াগুলি ঘটিয়াছে। অতএব

৭৮। যাহাকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাহার নাম কর্ম্ম ( Objective )।

কর্ম্মকারকে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। যথা—শিশু

দুগ্ধ পান করিতেছে, পিতা পুত্রকে শাসন করিতেছেন, তিনি আমাকে ভালবাসেন।

কোন কোন বাক্যে দুইটী কর্ম্ম থাকে; যথা—শিক্ষক ছাত্রকে ব্যাকরণ পড়াইতেছেন। এখানে "পড়াইতেছেন" বলিলে কি পড়াইতেছেন? ব্যাকরণ; কাহাকে পড়াইতেছেন? ছাত্রকে; অতএব "ছাত্র" ও "ব্যাকরণ" উভয়ই কর্ম্মকারক।

## করণ।

কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ কাটিতেছে, নয়ন দ্বারা দেখিতেছে, জল দ্বারা আগুন নিবাইতেছে, এই সকল স্থলে কুঠার, নয়ন ও জল ব্যতিরেকে কাটা, দেখা ও নির্ব্বাণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না; সুতরাং উহারা ঐ সকল ক্রিয়ার কারণ, এবং ক্রিয়ার সহিত উহাদের সম্বন্ধও আছে, এই জন্য, উহাদিগকে করণ কারক বলা যায়। অতএব,

৭৯। যাহা দ্বারা ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় তাহার নাম করণ (Instrumental)। করণ কারকে "দ্বারা" প্রভৃতি তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিতেছে, দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতেছে, নাসিকা দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছে, সেই ঔষধে রোগের শান্তি হইয়াছে ইত্যাদি।

## সম্প্রদান।

রাম শ্যামকে দান করিয়াছে, এস্থলে শ্যাম দানের পাত্র হইয়া সম্প্রদান হইল অতএব,

৮০। দানের পাত্রকে সম্প্রদান ( Dative ) কহে। সম্প্রদানে "কে," "অ" প্রভৃতি চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—তিনি শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে কত শীতবস্ত্র দিয়াছেন, তুমি আমায় কি দিবে, ইত্যাদি।

## অপাদান।

সাপ হইতে ভয় পাইতেছে; গাছ হইতে ফল পড়িয়েছে, দুধ হইতে ঘি হয়, শত্রু হইতে রক্ষা পাইল, শিশি হইতে ঔষধ লও, বৈশাখ হইতে পাঠ আরম্ভ হইয়াছে, পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়, ইত্যাদি স্থলে সাপ হইতে ভয়, গাছ হইতে পড়া, দুধ হইতে জন্মান, শত্রু হইতে রক্ষা, শিশি হইতে গ্রহণ, বৈশাখ হইতে আরম্ভ, এবং পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান বুঝাইতেছে বলিয়া "সাপ" "গাছ" "দুধ" "শত্রু" "বৈশাখ" ও "পৃথিবী" এই পদ গুলি অপাদান কারক হইল। অতএব,

৮১। যাহা হইতে ভয়, চলন, উৎপত্তি, রক্ষা, গ্রহণ, আরম্ভ ও অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি অর্থ বুঝায় তাহার নাম অপাদান ( Ablative )। অপাদান কারকে "হইতে" এই পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—রাম বিদ্যালয় হইতে গৃহে গিয়াছে, সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে ইত্যাদি।

# অধিকরণ।

শিশু শয্যায় শয়ন করিতেছে, এস্থলে শয়ন ক্রিয়াটী শিশুকে আশ্রয় করিয়া শয্যায় আছে, সুতরাং শয্যা শয়ন ক্রিয়ার আধার। অতএব,

৮২। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ (Locative) বলে। অধিকরণ কারকে, "এ" 'তে" "য়" প্রভৃতি সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—হরি স্বর্ণপাত্রে অন্ন ভোজন করিতেছে, এস্থলে "স্বর্ণপাত্র" ভোজন ক্রিয়ার আশ্রয়, এইরূপ—বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, গগনে উঠিল রবি ইত্যাদি।

রাত্রিতে চন্দ্র উদিত হয়; এস্থলে "রাত্রি" একটী কাল এবং উদয় ক্রিয়াটী ঐ রাত্রিতে হইতেছে বলিয়া উহা কালাধিকরণ হইল। অতএব,

৮৩। যে সময়ে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই সময়ের নাম কালাধিকরণ। যথা—মনুষ্যগণ দিবসে আপন আপন কার্য্য করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায়। প্রভাতে পক্ষিগণ সুমধুর রব করে, উত্তরায়ণে দিবার পরিমাণ বাড়িতে থাকে ইত্যাদি স্থলে "দিবস" "রাত্রি" "প্রভাত" ও "উত্তরায়ণ" ইহারা কালাধিকরণ।

## সম্বন্ধ।

৮৪। বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম পদের সহিত অপর পদের যে কোন সম্পর্ক, তাহার নাম সম্বন্ধ।

সম্বন্ধ বুঝাইলে "এর, "র" প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।

যথা—রামের বাটী, যদুর কলম, গোপালের পুস্তক, বৃক্ষের ফল, রাজার রাজা, সুখের দিন ইত্যাদি স্থলে "রাম" প্রভৃতি পদের সহিত বাটী প্রভৃতি পদগুলির কোন না কোন সম্বন্ধ আছে, এজন্য রাম প্রভৃতি পদগুলি সম্বন্ধ পদ।

## বিভক্তির বিশেষ বিধি।

অনেক স্থলে ক্রিয়ার সহিত অনেক পদের সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং সেই সকল পদের কারকও থাকে না। সেই সেই স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের যোগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি হয়। যথা—বিদ্যা বিনা বৃথা জীবন, রাম ব্যতিরেকে সকলই অন্ধকারময়। এ স্থলে "বিদ্যা" ও "রাম" এই দুই পদ কারক নহে, বিনা ও ব্যতিরেকে শব্দের যোগে উহাতে প্রথমা হইয়াছে। অতএব,

৮৫। বিনা ও ব্যতিরেকে শব্দের যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—

তোমা বিনা হেন কার্য্য কে করিতে পারে, বায়ু ব্যতিরেকে আমরা অল্পক্ষণও বাঁচি না, ইত্যাদি।

**৮৬। সম্বোধন অর্থ বুঝাইলে যে পদের দ্বারা সম্বোধন করা যায় তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়।**

সম্বোধনের এক বচনে আকারান্ত প্রভৃতি শব্দের রূপ ভিন্ন প্রকার হয়।

যথা—হে রাম! হে লতে! হে হরে! হে জননি! হে বিভো! হে পিতঃ! হে রাজন! ইত্যাদি। *

**৮৭। অপেক্ষা অর্থ বুঝাইলে শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়।**

যথা—পিতা অপেক্ষা মাতার গৌরব অধিক; দধি অপেক্ষা দুগ্ধের অনেক উপকারিতা আছে ইত্যাদি।

**৮৮। ধিক্ ও নমস্কার শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।**

যথা,—পাপীকে ধিক্, পিতাকে নমস্কার ইত্যাদি।

## প্রশ্নাবলী।

১। কারক কাহাকে কহে? কারক কয় প্রকার? প্রত্যেক কারকের এক একটী উদাহরণ দাও।

২। সম্বন্ধ পদের কারক আছে কি না? যদি না থাকে, তবে তাহার কারণ কি?

৩। রাম গৃহ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া বিবিধ চেষ্টা দ্বারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দুঃখী লোকদিগকে তাহা দান করিয়াছিলেন। এই বাক্যে যে যে পদে যে যে কারক আছে তাহার উল্লেখ কর।

---

* বর্ত্তমান সময়ের কবিগণ সম্বোধনের একবচনের রূপ প্রথমার একবচনের ন্যায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

## শব্দরূপ।

প্রথমা প্রভৃতি সমস্ত বিভক্তির উদাহরণ দেখাইবার জন্য নিম্নে বিশেষ বিশেষ কয়েকটী শব্দের রূপ দর্শিত হইতেছে। যথা—

### নর শব্দ।

| | একবচন | বহুবচন। |
|---|---|---|
| প্রথমা | নর | নরেরা বা নরসকল |
| দ্বিতীয়া | নরকে | নরদিগকে |
| তৃতীয়া | নরদ্বারা, নরকর্ত্তৃক | নরদিগের দ্বারা, নরদিগের কর্ত্তৃক |
| চতুর্থী | নরকে | নরদিগকে |
| পঞ্চমী | নর হইতে | নরদিগের হইতে |
| ষষ্ঠী | নরের | নরদিগের |
| সপ্তমী | নরে, নরেতে | নর সকলে। |

### তুমি (যুষ্মদ্ শব্দ)।

| | একবচন | বহুবচন। |
|---|---|---|
| প্রথমা | তুমি | তোমরা |
| দ্বিতীয়া | তোমাকে | তোমাদিগকে |
| তৃতীয়া | তোমাদ্বারা | তোমাদিগের দ্বারা |
| চতুর্থী | তোমাকে | তোমাদিগকে |
| পঞ্চমী | তোমা হইতে | তোমাদিগের হইতে |
| ষষ্ঠী | তোমার | তোমাদিগের |
| সপ্তমী | তোমাতে | তোমাদিগতে। |

## আমি ( অস্মদ্ শব্দ )।

| | একবচন | বহুবচন। |
|---|---|---|
| প্রথমা | আমি | আমরা |
| দ্বিতীয়া | আমাকে | আমাদিগকে |
| তৃতীয়া | আমাদ্বারা | আমাদিগের দ্বারা |
| চতুর্থী | আমাকে | আমাদিগকে |
| পঞ্চমী | আমা হইতে | আমাদিগের হইতে |
| ষষ্ঠী | আমার | আমাদিগের |
| সপ্তমী | আমাতে | আমাদিগতে। |

## তদ্ধিত।

৮৯। শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থেই, এয় প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত-প্রত্যয় কহে।

৯০। কাহারও অপত্য অর্থাৎ সন্তান এই অর্থ বুঝাইলে অকারান্ত প্রভৃতি শব্দের উত্তর ই, এয়, য, আয়ন ও অ প্রত্যয় হয়।

যথা—দশরথের অপত্য এই বাক্যে দশরথ+ই=দাশরথি ইত্যাদি।

অপত্য অর্থে কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত পদ নিম্নে দর্শিত হইতেছে ; যথা—

| শব্দ | প্রত্যয় | পদ। | শব্দ | প্রত্যয় | পদ। |
|---|---|---|---|---|---|
| সুমিত্রা | ই, | সৌমিত্রি | পুত্র | অ, | পৌত্র, |

| শব্দ | প্রত্যয় | পদ। | শব্দ | প্রত্যয় | পদ। |
|---|---|---|---|---|---|
| বিমাতৃ, | এয়, | বৈমাত্রেয়, | যদু, | অ, | যাদব |
| দিতি, | য, | দৈত্য, | কুরু, | অ, | কৌরব |
| চণক, | য, | চাণক্য, | পাণ্ডু | অ, | পাণ্ডব |
| গঙ্গা, | এয়, | গাঙ্গেয়, | মনু, | অ, | মানব ইত্যাদি |

অপত্য অর্থে যে সকল প্রত্যয় হয়, উহারা অন্য বিশেষ বিশেষ অর্থেও হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইক, ইয় প্রভৃতি আরও কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ বিশেষ অর্থে হইয়া থাকে। যথা:—

| শব্দ | প্রত্যয় | পদ | অর্থ। |
|---|---|---|---|
| ন্যায়, | ইক, | নৈয়ায়িক, | যে ন্যায় জানে। |
| কায়, | ইক, | কায়িক, | কায় দ্বারা কৃত। |
| সভা, | য, | সভ্য, | সভায় সাধু। |
| গ্রাম, | য, | গ্রাম্য, | গ্রামে উৎপন্ন। |
| ইহ, | ইক, | ঐহিক | ইহকালে জাত। |
| মাস, | ইক, | মাসিক | মাসে মাসে দেয়। |
| পঞ্চবর্ষ | ঈয়, | পঞ্চবর্ষীয়, | পাঁচ বৎসর বয়স যাহার |
| দেশ, | ঈয়, | দেশীয়, | দেশ সম্বন্ধীয়। |
| পর, | ঈয়, | পরকীয় | পরের ইহা। |
| সুন্দর | য, | সৌন্দর্য্য, | সুন্দরের ভাব। |
| সুবর্ণ, | অ, | সৌবর্ণ, | সুবর্ণ নির্ম্মিত। |

---

* এই চারিটী প্রত্যয়ের মধ্যে কোন্ প্রত্যয় কিরূপ শব্দের উত্তর হয় তাহার পরিচয় বৃহৎ ব্যাকরণে জানা যাইবে।

৯১। আছে এই অর্থে বিশেষ বিশেষ শব্দের উত্তর ইন্, বিন্, বৎ ও মৎ প্রত্যয় হয়।

যথা—গুণ আছে যার, এই অর্থে গুণ—ইন্, গুণী; এইরূপ—মায়া—বিন্, মায়াবী; রূপ—বৎ, রূপবান্; শ্রী—মৎ, শ্রীমান্ ইত্যাদি।

৯২। ভাব অর্থে শব্দের উত্তর ত্ব ও তা প্রত্যয় হয়।

যথা—লঘুর ভাব এই অর্থে লঘুত্ব, লঘুতা এইরূপ—গুরুত্ব, মহত্ত্ব, গুরুতা, ভদ্রতা ইত্যাদি।

৯৩। সাদৃশ্য অর্থে শব্দের উত্তর বৎ প্রত্যয় হয়।

যথা—চন্দ্র সদৃশ, চন্দ্রবৎ; পুত্র সদৃশ, পুত্রবৎ ইত্যাদি।

যে সংখ্যাবাচক শব্দ কোন সংখ্যাকে পূর্ণ করে,তাহার নাম পূরণ। যথা—একটী শ্রেণীতে কতকগুলি বালক আছে, তথায় একজনের পরে যে বসিয়া আছে সে দ্বিতীয় কেন না তাহার দ্বারা দুই সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে। অতএব,

৯৪। পূরণ অর্থে দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর তীয়, চতুর ও ষষ্ শব্দের উত্তর থ, এবং পঞ্চন্, সপ্তন্, অষ্টন্, নবন্, দশন্ শব্দের উত্তর ম প্রত্যয় হয়। (*)

যথা—দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

৯৫। একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ,

(*) ম প্রত্যয় করিলে পঞ্চন্ প্রভৃতি শব্দের ন কারের লোপ হয়।

ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সংখ্যাবাচক ও পূরণ বাচক উভয়ই হয়।

৯৬। ঊনবিংশতি অবধি অষ্টপঞ্চাশৎ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পূরণ অর্থে তম অথবা অ প্রত্যয় হয়।

যথা—ঊনবিংশতির পূরণ, এই অর্থে ঊনবিংশতিতম, ঊনবিংশ ইত্যাদি।

৯৭। ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি ও নবতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর পূরণ অর্থে তম প্রত্যয় হয়।

যথা—ষষ্টিতম, সপ্ততিতম, অশীতিতম, নবতিতম, শততম ইত্যাদি।

৯৮। গুণবাচক শব্দের উত্তর দুই এর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝিতে তর ও বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝিতে তম প্রত্যয় হয়।

যথা—দুইটীর মধ্যে একটী লঘু এই অর্থে লঘুতর এবং বহুর মধ্যে একটী লঘু এই অর্থে লঘুতম। এইরূপ গুরুতর, গুরুতম, বিজ্ঞতর, বিজ্ঞতম।

৯৯। গুণবাচক বিশেষণ শব্দের উত্তর দুই বা বহুর মধ্যে একের আধিক্য বুঝিতে ইষ্ঠ ও ঈয়স্ প্রত্যয় হয়।

যথা—লঘু-ইষ্ঠ, লঘিষ্ঠ; গুরু-ঈয়স্ স্ত্রীলিঙ্গে গরীয়সী, বহু-ঈয়স্ স্ত্রীলিঙ্গে ভূয়সী ইত্যাদি।

১০০। "জন্মিয়াছে ইহার" এই অর্থে শব্দের উত্তর ইত প্রত্যয় হয়।

যথা—ফল জন্মিয়াছে ইহার এই অর্থে ফল-ইত, ফলিত, এইরূপ ক্ষুধা-ইত, ক্ষুধিত, দুঃখ-ইত, দুঃখিত; তৃষা ইত, তৃষিত ইত্যাদি।

## ধাতু।

ভূ, স্থা, গম দৃশ্ ইত্যাদি কতকগুলিকে ধাতু কহে। ঐ সকল ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় করিলে নানারূপ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, ঐ সকল শব্দের বঙ্গ ভাষায় বহুল প্রচলন আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় অনেক স্থলে একটী ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ ও একটী কৃ ধাতুর ক্রিয়া এই উভয়ের যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়। যথা—গমন করিতেছেন, এ স্থলে একটী ধাতুর ক্রিয়া-বাচক বিশেষ্য; করিতেছে, একটী কৃ ধাতুর ক্রিয়া, ঐ দুটী একত্র হওয়ায় গমন করিতেছে, এই ক্রিয়া পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, এইরূপ দর্শন করিতেছে, ভোজন করিতেছে, শ্রবণ করিতেছে, শয়ন করি-তেছে ইত্যাদি।

## কাল।

১০১। ক্রিয়ার অর্থ যে সময়ে ঘটে, সেই সময়ের নাম কাল (Tense)।

কাল তিন প্রকার; যথা—বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

## বর্ত্তমান।

পাখী ডাকিতেছে, জল পড়িতেছে, পাতা নড়িতেছে, ইত্যাদি স্থলে ডাকা, পড়া এই তিনটি কার্য্যেরই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া ঐ ক্রিয়াপদ গুলি বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া হইল. অতএব,

**১০২। ক্রিয়ার অর্থ যে কালে উপস্থিত থাকে, তাহাকে বর্ত্তমান কাল ( Present tense ) কহে।**

## অতীত।

পত্র পড়িয়াছে, এস্থলে পড়া ক্রিয়াটী সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া পড়িয়াছে পদটি অতীত কালের ক্রিয়াপদ। অতএব,

**১০৩। ক্রিয়ার অর্থ যে কালে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার নাম অতীত কাল ( Past tense )।**

## ভবিষ্যৎ।

পাখী ডাকিবে, এস্থলে ক্রিয়ার অর্থ ডাকা এখনও সম্পন্ন হয় নাই এবং হইতেছে না, পরে হইবে, এ কারণ ডাকিবে এই পদটী ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ। অতএব,

**১০৪। ক্রিয়ার অর্থ যে কালে ঘটিবে, সেই কালকে ভবিষ্যৎ ( Future tense ) কহে।**

ক্রিয়ার পুরুষ ও বচন আছে। পুরুষ ও কালভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়. কিন্তু বচনভেদে হয় না, সকল বচনেই ক্রিয়ার রূপ এক প্রকার। আমি এই পদ উত্তম পুরুষ, সুতরাং উহার

ক্রিয়াকে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া কহে। তুমি এই পদ মধ্যম পুরুষ, উহার ক্রিয়াকে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া কহে। তদ্ভিন্ন সকল পদই, প্রথম পুরুষ সুতরাং তাহাদিগের ক্রিয়াকে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া কহে।

| | উত্তম পুরুষ | মধ্যম পুরুষ | প্রথম পুরুষ। |
|---|---|---|---|
| বর্ত্তমানকাল, | করিতেছি | করিতেছ | করিতেছে |
| | করি | কর | করে |
| অতীতকাল, | করিলাম | করিলে | করিল |
| | করিয়াছি | করিয়াছ | করিয়াছে |
| | করিয়াছিলাম | করিয়াছিলে | করিয়াছিলে |
| | করিতাম | করিতে | করিত |
| | করিতেছিলাম | করিতেছিল | করিতেছিল |
| ভবিষ্যৎকাল, | করিব | করিবে | করিবে |
| | করি | কর | করুক। |

সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার।

রাম চন্দ্র দেখিতেছেন, এস্থলে "দেখিতেছেন" এই ক্রিয়াপদটীর কর্ম্ম চন্দ্র, সুতরাং দেখিতেছেন এই ক্রিয়াপদটী সকর্ম্মক হইল। রাম হাসিতেছেন, এস্থলে "হাসিতেছেন" ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই, একারণ উহা অকর্ম্মক। অতএব যাহার কর্ম্ম আছে, তাহাকে সকর্ম্মক ও যাহার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া কহে।

বৃক্ষ কাঁপিতেছে, সে বাঁচিয়াছে, শিশু শুইয়াছে, আমি পড়িতেছি, ইত্যাদি স্থলে কাঁপিতেছে, বাঁচিয়াছে, শুইয়াছে, পড়িতেছি, ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি অকর্ম্মক।

যদি বলি বায়ু কি করিতেছে? না বৃক্ষকে কাঁপাইতেছে, তাহাকে বাঁচাইয়াছি, শিশুক শোয়াইয়াছি, ভাইভগিনীদিগকে পড়াইতেছি ইত্যাদি স্থলে কাঁপাইতেছে, বাঁচাইয়াছি, শোওয়াইয়াছি, পড়াইতেছি, ক্রিয়াগুলি সকর্ম্মক, পুত্র ভাত খাইতেছে, মাতা পুত্রকে ভাত খাওয়াইতেছেন, শিশু চন্দ্র দেখিতেছে, মাতা শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন, ছাত্র পুস্তক পড়িতেছে, গুরু ছাত্রকে পুস্তক পড়াইতেছেন ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিকে ণিজন্ত ক্রিয়া বলে।

যে ক্রিয়াপদের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্য করান বুঝায় ঐ ক্রিয়াপদকে ণিজন্ত ক্রিয়া ( Causative verb ) বলে।

## বাচ্য।

যাহাকে বলা যায় তাহার নাম বাচ্য, (Voice) অর্থাৎ প্রত্যয়ের দ্বারা যখন যে কারক বুঝাইবে তখন সেই কারক সেই প্রত্যয়ের বাচ্য হইবে। প্রত্যয়ের দ্বারা কর্ত্তৃকারক বুঝাইলে কর্ত্তৃবাচ্য ( Active voice ) হয়; ঐরূপ কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি সকল কারকই বাচ্য হইতে পারে। আর যেখানে প্রত্যয়ের অন্য কোন অর্থ থাকে না কেবল ধাতুর অর্থেরই বোধক হয়, সেখানে সেই প্রত্যয়কে ভাববাচ্য কহে।

বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর কর্ত্তৃবাচ্যে বাক্য বলা হইয়া থাকে। যথা—রাম পুস্তক পড়িতেছে, এখানে পড়িতেছে এই ক্রিয়া পদের দ্বারা রাম এই কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে; এজন্য এই প্রকার বাক্যকে কর্ত্তৃবাচ্য কহে. কিন্তু রাম কর্ত্তৃক পুস্তক পঠিত হইতেছে এরূপ বলিলে উহাকে কর্ম্মবাচ্য ( Passive voice ) বলিতে হইবে।

# কৃৎ প্রত্যয়।

১০৫। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে তব্য, অনীয়, য, তৃ, অন, অ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয় তাহার নাম কৃৎ প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয়ের বাচ্য বুঝাইবার জন্য নিম্নে কতিপয় উদাহরণ দর্শিত হইল। যথা—

| ধাতু | প্রত্যয় | পদ | অর্থ। |
|---|---|---|---|
| কৃ | তৃ | কর্ত্তা, | যে করে এস্থলে, "তৃ" প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তাকারক হইল। |
| কৃ | য | কার্য্য, | যাহাকে করা যায় এ স্থলে "য" প্রত্যয়ের অর্থ কর্ম্মকারক। |
| কৃ | অন | করণ, | যাহা দ্বারা করা যায় এখানে "অন" প্রত্যয়ের অর্থ করণ। |
| দা | অনীয় | দানীয় | যাহাকে দান করা যায়, এস্থলে "অনীয়" প্রত্যয়ের অর্থ সম্প্রদান। |
| প্র+ভূ | অ | প্রভব, | যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, এখানে অ প্রত্যয়ের অর্থ অপাদান। |
| শী | অন | শয়ন, | শোয়া যায় যাহাতে, এস্থলে "অন" প্রত্যয়ের অর্থ অধিকরণ। |
| দৃশ | অন | দর্শন | দেখা। |
| ভূ | অ | ভব | উৎপত্তি। |
| স্থা | তি | স্থিতি | থাকা। |

দর্শন, ভব, স্থিতি ইত্যাদি স্থলে দৃশ, ভূ, ও স্থা ধাতুর অর্থ মাত্র প্রতীত হইতেছে, প্রত্যয়ের কোন বিশেষ অর্থ নাই, অতএব উহারা ভাববাচ্য।

## তব্য, অনীয়, য।

কৃ+তব্য=কর্ত্তব্য, কৃ+অনীয়=করণীয়, কৃ+য=কার্য্য এই তিন স্থলে যাহা করা যায়, সেই কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। অতএব,

**১০৬। ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে তব্য, অনীয় ও য প্রত্যয় হয়।**

## তৃ, অক।

দা ধাতুর উত্তর "তৃ" প্রত্যয় করিয়া দাতা এই পদ হয়, উহা যে দান করে তাহাকেই বুঝাইতেছে, এবং পচ ধাতুর উত্তর "অক" প্রত্যয় করিয়া পাচক এই পদ হয়। এ স্থলে পাচক শব্দে যে পাক করে তাহাকে বুঝাইতেছে। অতএব,

**১০৭। কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর তৃ ও অক প্রত্যয় হয়। তৃ ও অক প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তাকারক।**

## ইন্, অন্।

**১০৮। কর্ত্তৃবাচ্যে কতকগুলি ধাতুর উত্তর ইন্ ও কতকগুলির উত্তর অন্ হয়।**

যথা—অগ্র+যা+ইন্=অগ্রযায়ী, চির+স্থা+ইন্=চিরস্থায়ী,

অন্ত+বৃং+ইন্=অন্তর্বর্ত্তী, নন্দি+অন=নন্দন, মধু+সূদি+অন=মধুসূদন ইত্যাদি।

## তি।

১০৯। ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে তি প্রত্যয় হয়।

যথা—শ্রু+তি=শ্রুতি, ভজ্+তি=ভক্তি। তি প্রত্যয়ান্ত পদসকল স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

## ত

১১০। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় হয়।

যথা—কৃ+ত=কৃত, যাহা করা হইয়াছে; দৃশ্+ত=দৃষ্ট, যাহা দেখা হইয়াছে; শ্রু+ত=শ্রুত, যাহা শুনা হইয়াছে; জীব+ত=জীবিত, জীবন; যা+ত=যাত, যাওয়া; আ+যা+ত=আয়াত, আসা ইত্যাদি।

১১১। গম, আপ, রুহ, প্রভৃতি ধাতু ও অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ত প্রত্যয় হয়।

যথা,—গম+ত=গত, প্র-আপ+ত=প্রাপ্ত, রুহ+ত=রূঢ়, মৃ+ত=মৃত, ভী+ত=ভীত ইত্যাদি।

১০৮। বিশেষ বিশেষ বাচ্যে ধাতুর উত্তর অ ও অন্ প্রত্যয় হয়। যথা—

বি+বদ+অ=বিবাদ, স্মৃ+অন=স্মরণ ইত্যাদি।

নিম্নে কতকগুলি কৃদন্ত শব্দের উদাহরণ দর্শিত হইতেছে। যথা—

| ধাতু | প্রত্যয় | পদ | বাচ্য | অর্থ। |
|---|---|---|---|---|
| শ্রু | তব্য | শ্রোতব্য | কর্ম্মবাচ্য | যাহা শুনার যোগ্য। |
| দৃশ | অনীয় | দর্শনীয় | ঐ | যাহা দেখার যোগ্য। |
| জ্ঞা | য | জ্ঞেয় | ঐ | যাহা জানার যোগ্য। |
| পা | অন | পান | ভাববাচ্য | পান করা। |
| দা | ঐ | দান | ঐ | দান করা। |
| মৃ | ঐ | মরণ | | মরা। |
| খ্যা | তি | খ্যাতি | ঐ | প্রসিদ্ধি। |
| কৃ | ঐ | কৃতি | ঐ | করা। |
| দা | ত | দত্ত | কর্ম্মবাচ্য | যাহা দান করা হইয়াছে। |
| পা | ত | পীত | ঐ | যাহা পান করা হইয়াছে। |
| পচ | অ | পাক | ভাববাচ্য | পাক করা। |
| শ্রু | তৃ | শ্রোতা | কর্ত্তৃবাচ্য | যে শুনে। |
| গৈ | অক | গায়ক | ঐ | যে গান করে। |
| গম | ত | গত | কর্ত্তৃবাচ্য | যে গিয়াছে |
| শুভ | অন | শোভন | ঐ | যে শোভা পায়। |
| কুপ | অন | কোপন | ঐ | যে কোপ করে। |

এইরূপ জন, ধা, স্থা, লোচি, বিচ, মন, শুধ, বচ প্রভৃতি অনেক ধাতুর উত্তর অনেক কৃৎ প্রত্যয় করিয়া অনেক পদ নিষ্পন্ন হয়।

## কৃৎ প্রত্যয়ের প্রশ্নাবলী।

১। কৃৎ প্রত্যয় কাহাকে কহে? ২। কর্ম্মবাচ্যে যে সকল কৃৎ প্রত্যয় হয়, ঐ কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ কাহার বিশেষণ হয়? ৩। কিরূপ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে ত প্রত্যয় হয়? ৪। ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় করিয়া যে পদ হয়, তদ্দ্বারা কাহাকে বুঝায়? ৫। নিম্নলিখিত পদগুলির ধাতু ও প্রত্যয় বল; যথা—জাত, বিধাতা, চিরস্থায়ী, লোচন, বিবেচ্য, মতি, গান, শুষ্ক, বক্তব্য, স্থিত ও পানীয়।

## সমাস।

দুই বা ততোধিক পদ একত্র মিলিত হইয়া একটী পদ হয়। যে সকল পদ মিলিত হইয়া একপদ হয় তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। ঐরূপ মিলিত পদকে সমস্ত পদ কহে। যথা—অন্নবস্ত্র, পূর্ব্বে অন্ন ও বস্ত্র এই দুইটী ভিন্ন পদ ছিল, একত্র মিলিত হইয়া অন্নবস্ত্র, একটী সমস্তপদ হইল। এইরূপ—স্থূলকায় পূর্ব্বে স্থূল ও কায় এই দুইটী পৃথক্ পদ ছিল এক্ষণে মিলিত হইয়া, স্থূলকায় একটী সমস্তপদ হইল। রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ এই একটী সমস্তপদ, পূর্ব্বে পাঁচটী পৃথক্ পদ ছিল। অতএব,

**১০৯। যাহা দ্বারা দুই বা বহু পদ মিলিত হইয়া এক পদ হয় তাহাকে সমাস কহে।**

সমাস পাঁচ প্রকার। যথা—দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ ও অব্যয়ীভাব।

## দ্বন্দ্ব।

ঘট ও পট এই বাক্যে ঘটপট একটী সমস্ত পদ হইল, ঘটপট বলিলে ঘট ও পট এই দুই বস্তুই বুঝাইল। ঐরূপ রামলক্ষ্মণ, দধিদুগ্ধ

গন্ধপুষ্প, তরুগুল্মলতা, চক্ষুনাসিকাজিহ্বাত্বক্ ইত্যাদি সকল স্থানেই প্রত্যেক পদেরই অর্থ পৃথক্‌রূপে বোধ হইতেছে বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাস হইল। অতএব,

১১০। যেখানে দুই বা বহু পদে সমাস করিলেও ঐ সকল পদের অর্থ পৃথক্ রূপে বুঝায়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে। যথা—পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, মাতা-পিতা, ভাইভগিনী, চন্দ্রসূর্য্য, হাতীঘোড়া, গাড়ীপাল্কী ইত্যাদি।

## বহুব্রীহি।

রাম দীর্ঘবাহু ছিলেন এই বাক্যে "দীর্ঘবাহু" একটী সমস্ত পদ অথচ রামের বিশেষণ। দীর্ঘবাহু এই সমস্ত পদের মধ্যে দীর্ঘ ও বাহু এই দুইটী পদ আছে। দীর্ঘ পদের অর্থ বড়, বাহু পদের অর্থ হস্ত। রাম বড় হস্ত এরূপ বলিলে কোন অর্থ হয় না। কিন্তু রাম বড় হস্তবিশিষ্ট এইরূপ অর্থ হইলেই সঙ্গত হয়, সুতরাং বহুব্রীহি সমাস হইলে দীর্ঘবাহু এই পদের অর্থ দীর্ঘ এমন বাহু এরূপ অর্থ না বুঝাইয়া, দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে বুঝায়। এই সমাসের বাক্যে একটী যদ শব্দের পদ থাকে; যথা—দীর্ঘ বাহু আছে যার এই অর্থে দীর্ঘবাহু, বহুব্রীহি সমাস হইল। অতএব,

১১১। যে যে পদে সমাস করা যায় তাহারা, যদি সেই সেই পদকে না বুঝাইয়া, সেই সেই পদের

অর্থ বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়, তাহা হইলে সেই সমাসকে বহুব্রীহি সমাস কহে; বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদ সেই ব্যক্তি বা বস্তুর বিশেষণ হয়।

যথা—সুশ্রী, সুবোধ, অল্পবয়স্ক, স্থূলকায়, নির্দ্দয়, মহাত্মা, মহাশয়, পদ্মনাভ, দশানন, ত্রিলোচন, পীতাম্বর, শূলপাণি, হিমাংশু, চন্দ্রশেখর, অনন্ত, অসীম, সরস, বিনয়পূর্ব্বক, সমান পতি যাহার এই অর্থে সপত্নী, দীর্ঘকর্ণ, বিশালনেত্র ইত্যাদি।

## কর্ম্মধারয়।

মিষ্টফল, এস্থলে পূর্ব্বস্থিত মিষ্ট পদটী বিশেষণ ও পরবর্ত্তী ফল পদটী বিশেষ্য, এবং মিষ্টফল এই সমস্ত পদের দ্বারা অপর কোন বস্তুকে না বুঝাইয়া ঐ মিষ্ট ফলকে বুঝাইতেছে। অতএব,

১১২। যে সমাসে পূর্ব্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য থাকে, এবং বিশেষণ পদটী ঐ বিশেষ্যের গুণ মাত্র প্রকাশ করে, তাহাকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে।

যথা—জীর্ণবস্ত্র, উচ্চগৃহ, ঘনদুগ্ধ, উষ্ণজল, মিষ্টবাক্য পূর্ণচন্দ্র, তীক্ষ্ণরৌদ্র, ভগ্নগৃহ, প্রশস্তপথ, উন্নততরু, নবকিশলয়, উজ্জ্বলনক্ষত্র ইত্যাদি।

এস্থলে চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ্য পদের যে অর্থ, সমাস করিলেও তাহাই বুঝাইতেছে এবং জীর্ণ, উচ্চ, ঘন, উষ্ণ, মিষ্ট প্রভৃতি বিশেষণ পদ বিশেষ্য পদের গুণ প্রকাশ করিতেছে।

## তৎপুরুষ।

মরণাপন্ন, এস্থলে মরণকে আপন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত এইরূপ অর্থ এবং মরণকে এই পদের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে ও প্রধানরূপে পর পদেরই অর্থবোধ হইতেছে। অতএব,

**১১৩। যে সমাসে পূর্ব্বস্থিত পদের দ্বিতীয়াদি বিভক্তির লোপ হয়, এবং পরপদের প্রাধান্য বুঝায়, তাহার নাম তৎপুরুষ।**

পূর্ব্বস্থিত পদে দ্বিতীয়ার লোপ হইলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়ার লোপ হইলে তৃতীয়া তৎপুরুষ। ঐরূপ যখন যে বিভক্তির লোপ হয়, তখন সেই বিভক্তির নামযুক্ত তৎপুরুষ সমাস বলিতে হয়।

তৎপুরুষ সমুদয়ে ছয় প্রকার; যথা—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, যথা—পিতৃকে আশ্রিত, পিত্রাশ্রিত; শরণকে আগত, শরণাগত; গঙ্গাকে প্রাপ্ত, গঙ্গাপ্রাপ্ত; জ্ঞানকে আপন্ন, জ্ঞানাপন্ন; চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী, চিরসুখী, ইত্যাদি।

যে পদ ক্রিয়ার বিশেষণ তাহার সহিত সমাস করিলেও ঐ সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ বলিতে হয়; যথা—শীঘ্রগামী, মন্দ-চারিণী, মিষ্টভাষী ইত্যাদি।

তৃতীয়া তৎপুরুষ যথা—বিদ্যাদ্বারা লব্ধ বিদ্যালব্ধ; এইরূপ—

জ্ঞানকৃত, পিতৃদত্ত, ঘৃতমিশ্রিত, বিদ্যাহীন, একোন, ধনশূন্য, জ্ঞানরহিত ইত্যাদি।

চতুর্থী তৎপুরুষ যথা—দরিদ্রকে দত্ত, দরিদ্রদত্ত, অতিথিকে দেয়, অতিথিদেয় ইত্যাদি।

পঞ্চমী তৎপুরুষ যথা—মেঘ হইতে মুক্ত, মেঘমুক্ত; সর্প হইতে ভয়, সর্পভয়; এইরূপ—পদচ্যুত, রাজ্যভ্রষ্ট, গিরিনিঃসৃত, বৃক্ষপতিত পাঠবিরত, দুগ্ধসম্ভূত, সাগরোত্থিত ইত্যাদি

ষষ্ঠী তৎপুরুষ যথা—রাজার পুত্র, রাজপুত্র, গঙ্গার জল, গঙ্গাজল, সুখের ভোগ, সুখভোগ; এইরূপ অন্নকষ্ট, সর্পবিষ, শিরঃপীড়া, যুদ্ধক্ষেত্র, মুদ্রাযন্ত্র, চন্দ্রকিরণ, বৃদ্ধদশা, পিত্রাদেশ, গুরূপদেশ ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ যথা—কর্ম্মে কুশল, কর্ম্মকুশল; রণে পণ্ডিত, রণপণ্ডিত; পুরুষের মধ্যে উত্তম, পুরুষোত্তম; এইরূপ, বনজাত, গৃহপালিত, সুধাসক্ত, চরণপতিত ইত্যাদি।

## অব্যয়ীভাব।

কূলের সমীপে এই বাক্যে উপকূল, এইটী সমস্তপদ। উপ শব্দের অর্থ সমীপে, সমীপ অর্থবোধক উপ অব্যয়টী সমস্ত পদের পূর্ব্বে বসিল এবং অব্যয়ের যে অর্থ তাহাই প্রধানরূপে বুঝাইল। অতএব,

১১৩। যেখানে বিশেষ বিশেষ অর্থে অব্যয় পদের সহিত সমাস হয় এবং পূর্ব্বস্থিত অব্যয় পদের অর্থ প্রধানরূপে বুঝায় তাহার নাম অব্যয়ীভাব।

যথা—সমীপার্থে—উপকূল; অভাব অর্থে—বিঘ্নের অভাব নির্বিঘ্ন; যোগ্য অর্থে—রূপের যোগ্য, অনুরূপ; পুনঃ পুনঃ অর্থে-দিন দিন প্রতিদিন; অনতিক্রম অর্থে শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া এই অর্থে যথাশক্তি; পর্য্যন্ত অর্থে—জানু পর্য্যন্ত আজানু ইত্যাদি।

## সমাসের প্রশ্নাবলী।

নিম্নলিখিত পদগুলির সমাসবাক্য বল এবং সমাসের নাম উল্লেখ কর। যথা—

রাজ্যলাভ, ধনবান, সুকেশী, পুণ্যক্ষেত্র, ভক্তবৎসল, বিদ্যাবুদ্ধি, আসমুদ্র, নীলোৎপল, কুরুক্ষেত্র, ধনতৃষ্ণা, নির্ধন, হতাশ, জগন্নাথ, পঞ্চানন, চতুর্মুখ, সদ্বংশজাত, কার্য্যদক্ষ, অগ্নিময়, জলাশয়, বজ্রাগ্নি, রাষ্ট্রবিপ্লব, যথাশাস্ত্র, নির্লজ্জ, যাতায়াত, পতিতপাবন ইত্যাদি।

## পদপরিচয়।

১১৫। যে পদ সমূহের দ্বারা বক্তার মনোগত ভাব ব্যক্ত হয় তাহার নাম বাক্য।

যথা—যদু বিদ্যালয়ের দৈনিক সমস্ত পাঠ প্রস্তুত করিয়া অনেক্ষণ বাটী গিয়াছে ইত্যাদি।

১১৬। বাক্যের অন্তর্গত পদ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতির প্রদর্শনকে পদ পরিচয় বা পদান্বয় কহে।

বাক্যের অন্তর্গত যে সকল পদ থাকে, তাহাদের বিবরণ করিতে হইলে, নীচের লিখিত বিষয় গুলির উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

১। বিশেষ্য পদের বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে কিরূপ বিশেষ্য ও তাহার পুরুষ, বচন ও কারক নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

২। কারক না হইলে কোন্ শব্দের যোগে অথবা কোন্ অর্থে কি বিভক্তি হইয়াছে তাহা বলিতে হইবে।

৩। কারক হইলে তাহার ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্বয় দেখাইতে হইবে।

৪। বিশেষণ পদের কথা বলিতে হইলে, তাহার পুরুষ,লিঙ্গ, বচন ও কারকাদির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল যাহার বিশেষণ সেই পদের উল্লেখ করিতে হইবে।

৫। সর্ব্বনাম পদের পরিচয় বলিতে হইলে সর্ব্বনাম পদ যাহার পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে এবং যে পদের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইতেছে, সেই পদের পুরুষ, লিঙ্গ ও বচন অনুসারে সর্ব্বনাম পদেরও পুরুষ, লিঙ্গ ও বচন হইবে, কারক অন্য প্রকারও হইতে পারে।

৬। ক্রিয়াপদের উল্লেখকালে ক্রিয়ার পুরুষ, কাল ও বচনের উল্লেখ করা আবশ্যক এবং সেই ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ দেখাইতে হইবে।

নিম্নে একটী বাক্যের পদান্বয় প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা—রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন। এইবাক্যে "রাম" বিশেষ্য, প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, একবচন ও কর্ত্তৃকারক, করিয়াছিলেন এই ক্রিয়ার কর্ত্তা। "রাবণকে" বিশেষ্য, প্রথম পুরুষ, পুংলিঙ্গ, একবচন, কর্ম্মকারক। "বধ করিয়াছিলেন" সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক প্রথম পুরুষ, অতীত কাল, একবচন, ইহার কর্ত্তা রাম।

# বাক্য প্রকরণ।

## বাক্য।

শিশু হাসিতেতেছে, এই বাক্যে শিশু ও হাসিতেছে, এই দুইটি পদ আছে। ঐ দুইটি পদ দ্বারা একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। হাসিতেছে বলিলে কোন ব্যক্তি হাসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এখানে শিশু এই পদদ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইতেছে। শিশুকে উদ্দেশ করিয়া হাস্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। যদি বলি শিশু কি করিতেছে, উত্তরে বলিতে হইবে শিশু হাসি-তেছে অর্থাৎ শিশুকে উদ্দেশ করিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, হাসিতেছে এই পদদ্বারা তাহাই বিধান করা হইতেছে।

ময়ূর নাচিতেছে, ফল দুলিতেছে, গোপাল পড়ি-তেছে। এই সকল বাক্যে কে নাচিতেছে, কে দুলিতেছে, কে পড়িতেছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে, উত্তরে যথাক্রমে ময়ূর, ফল ও গোপালের নাম করিতে হইবে। ময়ূর কি করিতেছে? ফল কি করিতেছে? গোপাল কি করিতেছে? বলিলে, নাচিতেছে, দুলিতেছে পড়িতেছে এই সকল পদ মনে হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বাক্যে দুইটি করিয়া অংশ থাকে। একটি উদ্দেশ্য ও অপরটি বিধেয়।

শিশু হাসিতেছে এখানে শিশু উদ্দেশ্য হাসিতেছে বিধেয়।

স্থূলকায় শিশু হাসিতেছে, সুপক্ক ফল পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্ গোপাল পড়িতেছে।

| উদ্দেশ্য। | বিধেয়। |
|---|---|
| (স্থূলকায়) শিশু | হাসিতেছে। |
| (সুপক্ক) ফল | পড়িতেছে। |
| (বুদ্ধিমান্) গোপাল | পড়িতেছে। |

এই সকল স্থলে বন্ধনীর অন্তর্গত পদদ্বারা উদ্দেশ্য অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

স্থূলকায় শিশু পূর্ণচন্দ্র দর্শনে হাসিতেছে, সুপক্ক ফল বৃক্ষ হইতে পড়িতেছে। বুদ্ধিমান্ গোপাল অভি-নিবেশ সহকারে পড়িতেছে।

| উদ্দেশ্য। | বিধেয়। |
|---|---|
| স্থূলকায় শিশু | (পূর্ণচন্দ্র দর্শনে) হাসিতেছে। |
| সুপক্ক ফল | (বৃক্ষ হইতে) পড়িতেছে। |
| বুদ্ধিমান্ গোপাল | (অভিনিবেশ সহকারে) পড়িতেছে। |

এই সকল স্থলে বন্ধনীর অন্তর্গত পদগুলির দ্বারা বিধেয় অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী গোপাল বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা কঠিন কঠিন পাঠ্যপুস্তক স্বয়ংই বোধগম্য করিয়া লয়. এখানে 'বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী গোপাল' এই অংশটী উদ্দেশ্য ও অপর অংশটী বিধেয়। উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় অংশই বিশেষণ, কারক ও অব্যয়াদি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া প্রশস্ত হইতে পারে।

বাক্য সকল সাধারণতঃ তিনি ভাগে বিভক্ত, যথা—সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য ও জটিল বাক্য।

সরল বাক্য।—রাম যাইবেন, এই বাক্যে 'রাম' এই একটী পদ মাত্র উদ্দেশ্য এবং 'যাইবেন' এই একটী পদ মাত্র বিধেয়, এইরূপ বাক্যকে সরল বাক্য কহে। অতএব যে বাক্যে একটী পদ উদ্দেশ্য ও একটী পদ বিধেয় তাহার নাম সরল বাক্য। মেঘ ডাকিতেছে, জল পড়িতেছে, পাখী উড়িতেছে, ঘোড়া দৌড়িতেছে এইরূপবাক্যগুলিই প্রকৃত সরল বাক্যের উদাহরণ।

সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ অন্যান্য পদের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহাকেও সরল বাক্য বলা যায়। যথা—অশেষ গুণসম্পন্ন সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন, এখানে 'অশেষ...কৃষ্ণচন্দ্র' এই অংশটী উদ্দেশ্য এবং 'যথেষ্ট...সংবরণ করেন' এই অংশটী বিধেয়। এখানে অন্যান্য পদের দ্বারা উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় অংশই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

সরল বাক্যের ন্যায় যৌগিক বাক্যেরও উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জটিল বাক্য।—যখন আমি তোমাদের বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম তাহার পূর্ব্বে তুমি ছুটী লইয়া বাটী গিয়াছিলে এই বাক্যের মধ্যে 'যখন...গিয়াছিলাম' এই বাক্যটী পরবর্ত্তী 'তাহার পূর্ব্বে...গিয়াছিলে' এই বাক্যটীকে অপেক্ষা করিতেছে অর্থাৎ পরবর্ত্তী বাক্য না বলিলে পূর্ব্ব ব্যাক্যের সম্পূর্ণরূপ বক্তব্য শেষ হইল না। এরূপ বাক্যকে জটিল বাক্য কহে। অতএব দুই বা তাহার

অধিক সাপেক্ষ বাক্য একত্র মিলিত হওয়ায় যে বাক্য উৎপন্ন হয় তাহার নাম জটিল বাক্য।

যৌগিক বাক্য।—গোপাল প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায় এবং মন দিয়া লেখা পড়া করে। রাম পিতৃসত্যপালনার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

গোপাল...লেখা পড়া করে, এই বাক্যে গোপাল প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়, এবং গোপাল মন দিয়া লেখা পড়া করে এই দুইটী বাক্য আছে এবং ঐ দুইটী বাক্য পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ একটী বাক্যের অর্থবোধের জন্য অপর বাক্যটীর অপেক্ষা নাই। রাম পিতৃসত্য পালনার্থ...করিয়াছিলেন, এই বাক্যে রাম... গমন করিয়াছিলেন, এবং রাম তথায় চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন এই দুইটী পরস্পর নিরপেক্ষ বাক্য আছে। এইরূপ দুই বা ততোধিক নিরপেক্ষ বাক্য মিলিত হওয়ায় যে বাক্য উৎপন্ন হয় তাহাকে যৌগিক বলে।

## পদ সংস্থাপন প্রণালী।

১। বাঙ্গালা ভাষায় বাক্য লিখিতে হইলে প্রায়ই প্রথমে কর্ত্তৃপদ ও শেষে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—চন্দ্র উঠিতেছে, রাম যাইতেছে, শ্যাম আসিতেছে ইত্যাদি।

২। কর্ম্মপদ প্রায়ই কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে বসে। যথা—শ্যাম চন্দ্র দেখিতেছে।

৩। করণ পদ প্রায়ই কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে বসে। যথা—কাষ্ঠদ্বারা রন্ধন করিতেছে, চক্ষুদ্বারা চন্দ্র দেখিতেছে।

৪। সম্প্রদান পদ কর্ম্মপদের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা—ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দান করিতেছে।

৫। অপাদান পদ প্রায়ই কর্ত্তা ও কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা—বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে।

৬। অধিকরণ পদ কখনও কর্ম্মের কখনও কর্ত্তার কখনও বা ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বসে। মুকুরে মুখ দেখিতেছে, আকাশে চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে, জলে কুম্ভীর থাকে, আসনে বসিয়াছে, শয্যায় শয়ন করিতেছে ইত্যাদি।

৭। সম্বোধন পদ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসে। যথা—পিতঃ আমার প্রতি সদয় হউন।

৮। মধ্যম ও প্রথম পুরুষ কর্ত্তৃপদ থাকিলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ বসিয়া থাকে। যথা—রাম ও তুমি শীঘ্র যাও।

৯। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষ কর্ত্তৃপদ থাকিলে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ বসিয়া থাকে। যথা আমি, তুমি, রাম, এক সঙ্গে যাইব।

# যতি চিহ্ন।

বাক্য রচনাকালে কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহাদিগকে যতিচিহ্ন কহে। নিম্নে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

, এই চিহ্নটীর নাম পাদচ্ছেদ বা কমা (Comma)। যে স্থলে পাঠকালে অত্যল্পকাল বিশ্রাম করিতে হয়, সেই স্থলে উক্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ; এই চিহ্নটির নাম অর্দ্ধচ্ছেদ বা সেমিকোলন (Semicolon)। পাঠ-কালে যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিককাল বিশ্রাম করিতে হয়, সেই স্থলে এই চিহ্নের ব্যবহার হইয়া থাকে।

। এই চিহ্নের নাম পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি (Full-stop)। যে স্থলে পরবাক্যের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তথায় ঐ চিহ্নের প্রয়োজন হয়। যথা— অর্থের দ্বারা স্বকীয় উপকার সাধনের বাসনা, সার্ জেমস্ আউট্রামের মনে কদাচ উদিত হইত না; প্রকৃতপক্ষে তিনি অর্থকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন।

? এই চিহ্ন প্রশ্নস্থলে ব্যবহৃত হয়। ইহার নাম প্রশ্নসূচক চিহ্ন (Note of interogation) যথা— কে এমন দাতা ?

বিস্ময়, ভয়, হর্ষ ও শোকাদি বর্ণন স্থলে ও সম্বোধন পদে ! এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ইহার নাম বিস্ময়াদি সূচক চিহ্ন (Note of Admiration) যথা—তুকারাম শিবাজী প্রদত্ত স্বর্ণরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন, "মহারাজ ! মৃত্তিকা ও স্বর্ণ মুদ্রায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই, ইহাতে মোহ ও আশা বর্দ্ধিত হয় মাত্র।

সমাস ও পদচ্ছেদ কালে ;— এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; ইহার নাম হাইফেন (Hyphen) আমি যদি যাদুকরের অসি-সঞ্চালন-কৌশলে প্রথমে সন্দেহ না করিতাম, তাহা হইলে প্রকৃত পরীক্ষা দর্শনের অবসর পাইতাম না।

সম্পূর্ণ।